NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ওয়ার্ড বয়ের পোশাক পরে নাবালিকার যৌন হেনস্তার অভিযোগ

হিন্দুদের উৎসবে হস্তক্ষেপ করছে মমতা প্রশাসন, আক্রমণ শুভেন্দুর ৩

কলকাতা ২৪ অক্টোবর ২০২৫ ৬ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.10.2025, Vol.19, Issue No. 132, 8 Pages, Price 3.00

আবার শহরে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে আমহার্স্ট স্ট্রিটের প্রিন্টিং প্রেসে আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আতঙ্কিত হয় প্রেস সংলগ্ন বাড়িঘর থেকে রাস্তায় নেমে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা খবর দেন দমকল ও সংশ্লিষ্ট থানা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। এরপর আসে আরও দু'টি ইঞ্জিন।

এদিকে পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর, আমহার্স্ট স্ট্রিটে ১০৬/৩ দোতলা প্রিন্টিং প্রেসে আগুন লাগে। এদিকে এই এলাকা অত্যন্ত ঘিঞ্জি। সেই কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার দিকে সবার আগে নজর দেন দমকলকর্মীরা। তবে এলাকা ঘিঞ্জি হওয়ার কারণে আগুনকে বাগে আনতে কিছুটা বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। এরপরই একে একে পৌঁছয় আরও দমকল। এদিকে এটি প্রিন্টিং প্রেস হওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। ফলে আগুন যাতে কোনওভাবে ছড়িয়ে না পরে, সেটা নিশ্চিত করাই ছিল তাঁদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয়

ভস্মীভূত প্রেস থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উদ্ধার করে আনছেন আতঙ্কিত তরুণী।

সমস্ত সতর্কতা নেওয়া নেয়। ল্যাডার নিয়ে এবং মুখে মাস্ক পরে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন তাঁরা। যেহেতু ঘিঞ্জি এলাকা, আশপাশে আরও দোকান রয়েছে আগুন লাগার জন্য পাশের দোকানগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দমকল সূত্রে খবর। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এরপর দমকলকর্মীরা খতিয়ে দেখেন কোনও পকেট ফায়ার রয়েছে কি না তাও। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় এই আগুন লাগার ঘটনায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। আগুন লাগার পর তাঁরাই প্রথম খবর দিয়েছিলেন দমকলকে। ঘটনাস্থলে দমকলের পাশাপাশি রয়েছে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশও। এদিকে স্থানীয় সূত্রে এও জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রিন্টিং প্রেসটি বন্ধ ছিল। দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল সাড়ে নটা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে এই গোটা ঘটনায় চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর। তাঁর দাবি, ওই বাড়ি ভেঙে বহুতল বানানোর চেষ্টা চলছে। সেই জন্য আগুন লাগানো হয়ে থাকতে পারে।

অপরদিকে, বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ ৪৫ নম্বর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর একটি প্লাইউডের দোকানেও আগুন লেগেছে।

খবর পেয়ে দমকলের প্রায় পাঁচটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ আসে ঘটনাস্থলে। দাহ্য পদার্থ থাকায় প্রথমে দমকলকে কিছুটা বেগ পেতে হয়। যদিও দমকলের এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রিন্টিং প্রেসে পকেট ফায়ার নেভাতে ব্যস্ত এক দমকলকর্মী।

যুবককে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, কাঠগড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ দমদমে যুবককে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, হাসপাতালে ভর্তি আহত যুবক। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।

পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অঞ্চলের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বেদিয়াপাড়া তারকনাথ কলোনিতে এক যুবককে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। আক্রান্ত যুবকের শরীরের ২০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। এই ঘটনায়, অভিযোগের তির স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর অনুগামী সুশান্ত দাস এবং তার সহকারীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নাগেরবাজার থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে এ খবরও মিলছে, বুধবার তারকনাথ কলোনির কালী প্রতিমা নিরঞ্জন করে এলাকায় দাঁড়িয়েছিলেন ওই এলাকার এক পরিবারের জামাই রঞ্জিত কর্মকার। সেই সময় কাউন্সিলর এবং তাঁর অনুগামী সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশান্ত দাস-সহ বেশ কয়েকজন তাঁকে আক্রমণ করে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাইক থেকে পেট্রোল বের করে রঞ্জিতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নাগেরবাজার থানার পুলিশ।

এদিকে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে ওই এলাকায় কাউন্সিলরের অনুগামী সুশান্ত দাসের দাপট চলে। স্থানীয় কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনা। জানা গিয়েছে, সুশান্তর কাছে নেতাদের আশীর্বাদ থাকায় এলাকায় তাঁর দাপট বেড়েছে। আহত রঞ্জনের শাশুরি মনা দাস জানান, তাঁর জামাই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কারোর কোনও শত্রুতা ছিল না।

দক্ষিণ দমদম

জনতা পিটিয়ে বদলি এসপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহারের পুলিশ সুপারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে। কিছু দিন আগে বাজি সংক্রান্ত একটি বিতর্কে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। তার পরেই নবান্ন থেকে এই পদক্ষেপ করা হল। দ্যুতিমানকে পাঠানো হয়েছে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (স্যাপ) থার্ড ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্ট পদে। তাঁর পরিবর্তে কোচবিহারের নতুন এসপি করা হয়েছে সন্দীপ কাররাকে।

দীপাবলির রাতে বাজি ফাটানোর 'অপরাধে' শিশু, মহিলা-সহ বেশ কয়েক জনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল দ্যুতিমানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, 'হাফ প্যান্ট এবং স্যান্ডো গেঞ্জি পরে, মাথায় ফেট্টি বেঁধে' দীপাবলির রাতে বাংলো থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। 'ডান্ডা হাতে' মহিলা, শিশু এবং এক স্কুলশিক্ষককে মারধর করেন। দ্যুতিমান নিজে অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি দাবি করেন, গভীর রাত পর্যন্ত শব্দবাজি ফেটেছে। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিয়েছেন মাত্র।

এদিকে, একই বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট সোনওয়ানে কুলদীপ সুরেশকে নতুন করে আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পশ্চিমাঞ্চল) পদে পাঠানো হয়েছে।

দু'দিনের সম্মেলনে প্রস্তুতি পর্যালোচনা

সারা দেশেই এসআইআর

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর: আসন্ন নির্বাচনী মরশুমের আগে ভোটার তালিকায় নির্ভুলতা আনার লক্ষ্যে 'বিশেষ নিবিড় সংশোধনী' বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এই প্রস্তুতির সামগ্রিক অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লির দ্বারকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে কমিশনের দুই দিনের জাতীয় সম্মেলন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) নিয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে কমিশনের শীর্ষকর্তারা প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটার তালিকা পর্যালোচনার বর্তমান অবস্থা, তথ্য যাচাই এবং প্রযুক্তিনির্ভর ম্যাপিংয়ের অগ্রগতি বিশদে পরীক্ষা করেন।

নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল ম্যানেজমেন্টে এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু ও ডঃ বিবেক যোশী। দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইওরা এই বৈঠকে অংশ নেন।

সম্মেলনে কমিশন সিইওদের তাদের নিজ নিজ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। কমিশনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের উপস্থাপনার পর সিইওদের করা প্রশ্নেরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কমিশন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শেষ এসআইআর-এর ভিত্তিতে বর্তমান ভোটারদের তথ্য মিলিয়ে দেখার জন্য পূর্বে জারি করা নির্দেশাবলীর অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে। পাশাপাশি অসম, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ, এই পাঁচটি নির্বাচনমুখী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইওদের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করেছে কমিশন। সম্মেলনে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তাদের সর্বশেষ সম্পন্ন এসআইআর-এর তথ্য, যোগ্যতার তারিখ এবং বর্তমান ভোটার তালিকার পরিসংখ্যান বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রস্তুতির এই চূড়ান্ত পর্বে ভোটার তালিকার সঠিকতা, অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে আগামী নির্বাচনে প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় সুনিশ্চিত থাকে।

কমিশনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা বৈঠকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন ভোটারদের ডিজিটাল রেকর্ড ও জিও-ম্যাপিং প্রক্রিয়ায় নির্ভুলতা বৃদ্ধির ওপর।

নয়াদিল্লিতে চলছে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় সম্মেলন।

নতুন নিম্নচাপ

■ বঙ্গোপসাগরের উপরে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। যদিও তার প্রভাব আপাতত এ রাজ্যের আবহাওয়ায় পড়ছে না। তবে হাওয়াবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। খটখটে শুকনো আবহাওয়ায় পড়তে চলেছে ছেদ। সপ্তাহান্তে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী সপ্তাহে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। -বিস্তারিত শহরের পাতায়

ধৃত ৫ গ্যাংস্টার

■ রাঁচি থেকে গ্রেপ্তার পাঁচ গ্যাংস্টার। তাঁদের মধ্যে এক জন মহিলা। তাঁদের থেকে পাকিস্তানে তৈরি তিনটি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতেরা কয়লাঞ্চল শান্তি সেনা (কেএসএস)-এর সদস্য। আরব আমিরশাহির প্রিন্স খান গোষ্ঠীর সঙ্গেও যোগ রয়েছে তাঁদের। পাকিস্তান থেকে বেআইনি অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ রয়েছে ওই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

মেহবুবার সমর্থন

■ রাজ্যসভা ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ! বৃহস্পতিবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিরোধী দল পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি)-র প্রধান মেহবুবা মুফতি মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-র প্রার্থীদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন। অন্য দিকে, বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র দুই সহযোগী, এনসি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল আরও চওড়া হল।

হাসিনার মৃত্যুদণ্ড দাবি, রায় ঘোষণা নভেম্বরেই

ঢাকা, ২৩ অক্টোবর: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় কবে রায় ঘোষণা করা হবে, তা জানা যাবে আগামী ১৩ নভেম্বর। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গত বছর 'জুলাই আন্দোলন'-এর সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হাসিনা। বৃহস্পতিবার তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় আদালতে শুনানি পর্ব শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিন বিচারপতির বেঞ্চে হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাটি চলছে। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন ওই বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি মোহাম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মোহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। হাসিনা-সহ মোট তিন জন অভিযুক্ত রয়েছেন এই মামলায়। অপর দু'জন হলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এবং বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। মামুন বর্তমানে এই মামলায় নিজের দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়েছেন।

জনবিক্ষোভের জেরে ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সরকারের পতন হয়। প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বোন রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে বিমানে ঢাকা থেকে উত্তরপ্রদেশের হিন্দন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে চলে আসেন হাসিনা। আপাতত ভারতেই সাময়িক আশ্রয়ে রয়েছেন তিনি। হাসিনাকে ফেরত চেয়ে কূটনৈতিক স্তরে ভারতের কাছে অনুরোধ (নোট ভারবাল) পাঠিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। ভারতের তরফে ওই কূটনৈতিক অনুরোধের প্রাপ্তিস্বীকার করা হলেও এখনও পর্যন্ত পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি।

বৃহস্পতিবার আদালতে সওয়াল জবাব পর্বের সমাপ্তিসূচক বক্তব্য পেশ করেন বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান তিনি। বাংলাদেশের ঘোষিত 'পলাতক' দুই অভিযুক্ত হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপক্ষ নিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন।

এনকাউন্টারে খতম ৪ দুষ্কৃতী

নয়াদিল্লি

দিল্লি এনকাউন্টারে খতম ৪ দুষ্কৃতী।

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর: দিল্লিতে পুলিশি এনকাউন্টারে নিহত বিহারের 'সিগমা গ্যাং'-এর চার দুষ্কৃতী। বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ উত্তর-পশ্চিম দিল্লির রোহিণীতে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় দুষ্কৃতীদের। বিহারের দুষ্কৃতী দলের ওই সদস্যেরা গত কয়েক দিন ধরে দিল্লিতে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল। সেই সূত্র ধরেই বুধবার রাতে দুষ্কৃতীদের খোঁজে অভিযান শুরু করে দিল্লি ও বিহার পুলিশ। ওই অভিযানেই নিহত হয় চার দুষ্কৃতী।

মৃত দুষ্কৃতীদের নাম রঞ্জন পাঠক (২৫), বিমলেশ মাহাতো (২৫), মণীশ পাঠক (৩৩) এবং আমন ঠাকুর (২১)। পুলিশ সূত্রে খবর, এই চার জনের মধ্যে 'মাথা' ছিল রঞ্জনই। রঞ্জনের মাথার দাম ছিল ২৫ হাজার টাকা। বিহারে আটটি ফৌজদারি মামলা চলছে ওই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে পুলিশকে দেখতে পেয়েই গুলি চালাতে শুরু করে 'সিগমা গ্যাং'-এর ওই দুষ্কৃতীরা। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও। ওই সংঘর্ষে চার দুষ্কৃতীই গুলিবিদ্ধ হয়। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতের ওই এনকাউন্টারের পরে গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। সংঘর্ষস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদেরও খবর দেওয়া হয়েছে। বিহারের এই দুষ্কৃতীদলের চক্রে আরও কেউ জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ।

গত কয়েক বছর ধরে বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে বহু অভিযোগে নাম জড়িয়েছে 'সিগমা গ্যাং'-এর। তোলাবাজির পাশাপাশি ভাড়াটে খুনি হিসাবেও কাজ করে এই দুষ্কৃতীদলের সদস্যেরা। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত চার দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি এবং সংগঠিত অপরাধ-সহ বেশ কিছু জঘন্য অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

সামনেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে ওই চার দুষ্কৃতী কী কারণে দিল্লিতে জড়ো হয়েছিল, তা-ও তদন্তের আওতায় রাখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

'কার্বাইড গানে' ১৪ শিশু অন্ধ

ভোপাল, ২৩ অক্টোবর: দীপাবলিতে চোখের রশ্নি হারাল ১৪ শিশু। জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও অন্তত ১২২। তাঁদের অনেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। নেপথ্যে দেশি খেলনা বন্দুক যার পোশাকি নাম 'কার্বাইড গান'। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। দীপাবলির সময় ১৫০-২০০ টাকায় 'কার্বাইড গান' বিক্রি হয়েছে মধ্যপ্রদেশের বাজারে। শুধু তা-ই নয়, অনেকে বাড়িতেও তৈরি করে এই বাজি ফাটিয়েছেন বলে অভিযোগ।

এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় টিন বা পাইপের তৈরি বন্দুক নিয়ে খেলতে গিয়ে চোখ ও শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে মারাত্মক আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে শিশুরা। তবে চোখের আঘাত নিয়ে ভর্তির সংখ্যাই বেশি। বিগত ৩ দিনে মধ্যপ্রদেশজুড়ে ১২২-এর বেশি শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৪ জন দৃষ্টি হারিয়েছে বলে খবর। ভোপাল, ইন্দোর, জব্বলপুর ও গোয়ালিয়রের একাধিক হাসপাতালের চক্ষু ওয়ার্ডগুলি রোগীদের ভিড় চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কপালে। শুধুমাত্র ভোপালের হামিদিয়া হাসপাতালেই ৭২ ঘণ্টায় ২৬ জন শিশু ভর্তি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিদিশা জেলার পুলিশ জানিয়েছে, এই বাজি বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ছ'জনকে গ্রেপ্তার করেছে তারা। ইন্সপেক্টর আরকে মিশ্র বলেন, 'জরুরি পদক্ষেপ করা হয়েছে। যারা কার্বাইড গান বিক্রি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্লাস্টিক বা টিনের পাইপ ব্যবহার করে 'কার্বাইড বন্দুক' তৈরি করা হচ্ছে। যার ভিতরে বারুদ, দেশলাইয়ের কাঠি ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড ভরা হচ্ছে। তাতে আগুন দেওয়ার পর সেগুলি ফেটে যাচ্ছে। তা চোখে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। হামিদিয়া হাসপাতালের সিএমএইচও ডাঃ মনীশ শর্মা বলেন, 'এই খেলনাটি সরাসরি চোখের ক্ষতি করেছে। বিস্ফোরণের ফলে ধাতব টুকরো, কার্বাইডের বাষ্প রেটিনা পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা বেশ কয়েকটি রোগী পেয়েছি যেখানে শিশুদের চোখের স্নায়ু ফেটে গিয়েছে। ফলে স্থায়ী ভাবে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলছে তারা।'

পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় মেলা ও রাস্তার ধারে বিভিন্ন দোকানে বন্দুকগুলি বিক্রি হচ্ছে। মানা হচ্ছে না কোনও নিরাপত্তা বিধি। লাগাতার অভিযোগ আসার পর ১৮ অক্টোবর থেকে এই বন্দুকগুলি বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

মধ্যপ্রদেশ

কার্বাইড গানে চোখ খুইয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক খুদে।

‘মূর্তির অক্ষত অবস্থাই ছিল প্রথম অগ্রাধিকার’

কালীমূর্তি প্রিজন ভ্যান-কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের ব্যাখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাকদ্বীপ: কাকদ্বীপের উত্তর চন্দ্রনগর গ্রামে কালীমূর্তি অবমাননা ঘিরে অশান্তির ঘটনায় রাজ্য পুলিশ বৃহস্পতিবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে। পুলিশের দাবি, বুধবার সকাল ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ হরউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অন্তর্গত সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই মন্দিরে কালীমূর্তি ভাঙার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ দল। পুজো কমিটির সদস্যরা জানান, প্রতিমা বিসর্জনের পর তাঁরা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাবেন এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের আবেদন করেন।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের কয়েকজন এসে ভিড় বাড়াতে থাকে। প্রতিবেশী গ্রাম থেকেও বহু মানুষ জড়ো হন এবং ক্ষুব্ধ জনতা প্রতিমাটি তুলে নিয়ে জাতীয় সড়কে অবরোধ শুরু করে। পুলিশ জানিয়েছে, যানজটের ফলে জনসাধারণ ও অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ে। পরিস্থিতি সামলাতে কর্মকর্তারা বারবার রাস্তা খালি করার অনুরোধ জানালেও, বিক্ষোভকারীরা পাথর ছোড়ার পথ অবলম্বন করেন।

পুলিশের বক্তব্য, তখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মা কালীমূর্তির অক্ষত অবস্থা ও পবিত্রতা রক্ষা করা। বিশৃঙ্খলার মধ্যে মূর্তিটি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাই তা শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি পুলিশ ভ্যানে নিরাপদে রাখা হয়। পরে এলাকা শান্ত করা হয় ও টহলদারি জোরদার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাসংক্রান্ত দুটি মামলা রুজু হয়েছে; একটি রাস্তা অবরোধের, অন্যটি ভাঙচুরের জন্য। আপাতত রোড ব্লক মামলায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তবে কালীমূর্তি ভাঙচুরে অভিযুক্ত নারায়ণ হালদার (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওই কাজ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। তদন্ত চলছে ও অন্যান্য জড়িতদের চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্য পুলিশের আহ্বান, মা কালীমূর্তির মর্যাদা রক্ষা আমাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। কেউ যেন গুজবে কান না দেন, শান্তি ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে পুলিশ সর্বোতভাবে প্রস্তুত। যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য এই রাজ্যে হিন্দুদের উৎসবে হস্তক্ষেপ করছে মমতা প্রশাসন।

কাকদ্বীপ-কাণ্ড: পুলিশের দাবি নস্যাৎ করে এনআইএ তদন্ত চাইলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাকদ্বীপে বাংলাদেশের মডেলে মা কালীর মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছে। মা কালীকে অপবিত্র করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গারুলিয়ার আজাদ হিন্দ ময়দানে ছট পুজো উপলক্ষ্যে ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী প্রদান কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং। এদিন শুভেন্দু বলেন, পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাওয়ের কাছে দাবি করছি, কাকদ্বীপ কাণ্ডের তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দিন। যদি এনআইএ বলে, ধৃত নারায়ণ হালদার এই কাজ করেছে। তাহলে তারা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবে।

যদিও শুভেন্দুর দাবি, এনআইএ তদন্ত হলে প্রমাণিত হবে, বিধর্মী জেহাদি বাংলাদেশিরা এই কাজ করেছে। শুভেন্দুর সংযোজন, যেই কায়দায় পুলিশ মা কালীর ওই অপবিত্র মূর্তিকে প্রিজন ভ্যানে তুলেছেন। এই দৃশ্য স্বাধীনতার আগে কেউ দেখেননি। এমনকী স্বাধীনতার পরেও এই দৃশ্য কেউ দেখেননি। কিন্তু মা কালীর মূর্তি গ্রেপ্তার হচ্ছে। এই দৃশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে আমরা বাংলায় দেখলাম। প্রসঙ্গত, কাকদ্বীপ কাণ্ডে পুলিশ নারায়ণ হালদার নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের দাবি, ধৃত ব্যক্তি মদ্যপান করে যাবতীয় ঘটনা ঘটিয়েছে। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ওখানে বাপি হালদার নামে ভাইপোর একটা টেনিয়া সাংসদ আছেন। যিনি ছাপ্পা মেরে জিতেছেন। ওই সাংসদের ঘনিষ্ঠ দেবাশিস দাস তৃণমূল নেতা ভূপতি হালদারের মাতাল পুত্র নারায়ণ হালদারকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ওকে পনেরো দিন সংসার চালানোর টাকাও দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলায় একের পর এক হাসপাতালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। এপ্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, হাসপাতালগুলোতে নিরাপত্তারক্ষীর নামে তৃণমূল যাদেরকে ঢুকিয়ে রেখেছে তাঁরা সকলে ধর্ষক ও জেহাদি মানসিকতা সম্পন্ন। এঁরা মহিলাদেরকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে মনে করেন। কিন্তু আমরা মহিলাদেরকে মা দুর্গার চোখে দেখি। শক্তি স্বরূপা ভাবি। লক্ষ্মী ভাবি। তাঁর দাবি, কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে মমতা ব্যানার্জি এবং অরূপ রায় নিরাপত্তারক্ষী ঢুকিয়েছে। আরজি কর হাসপাতালে ঢুকিয়েছেন অতীন ঘোষ। এদিন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং, চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা প্রমুখ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে অক্টোবর। ৬ ই কার্তিক। শুক্র বার। তৃতীয়া তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

**(আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাঁধন পর্ব দিবস।
আজ রাষ্ট্র সঙ্ঘ দিবস। অতিরিক্ত বিবাহ।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো জাইতেছে যে, আমার মক্কেল রাজদীপ ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডিরেক্টর রাজেশ কুমার আগরওয়াল ও মঙ্গল কুমার আগরওয়াল, গ্রীন টাউন, লিলুয়া, হাওড়া শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লক মধ্যস্থ চাঁপসরা, (জে.এল. নম্বর- ২) মৌজায় অবস্থিত সাবেক ও হাল এল. আর ৫২৩ নম্বর দাগে কমবেশী ১০ শতক শালি জমি যাহা হাল এল. আর. ২২২ নং খতিয়ানে শঙ্কর নাথ কোলে ওরফে শঙ্কর কোলে, পিতা জলধর কোলে এর নাম বরাবর রেকর্ড ভুক্ত থাকা অবস্থায় তাহাদের নিজ অংশ গত ইংরাজী ০৯/০৪/২০০৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত, যাহার বুক নং-৪, সিডি ভল্যুম নং-১, ১৭২২ হইতে ১৭৩০ নং পৃষ্ঠা সমূহে লিপিবদ্ধ ০০১৫৯ নম্বর পাওয়ার অফ এ্যার্টনী মূলে আশানন্দ ঘোষ এর পুত্র অশোক ঘোষকে ক্ষমতা প্রদান করিবার পর আম-মোক্তার প্রাপ্ত অংশ গত ইংরাজী ০৬/০৬/২০০৭ তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৩৫৮৬ নম্বর দলিল মূলে রাজেন্দ্র বনশালকে বিক্রয় করেন এবং উক্ত রাজেন্দ্র বনশাল গত ইংরাজী ০৬/০৭/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৫৩১৫ নম্বর পাওয়ার অফ এ্যার্টনী মূলে আশানন্দ ঘোষ এর পুত্র অশোক ঘোষকে ক্ষমতা প্রদান করিবার পর আম-মোক্তার প্রাপ্ত অংশ গত ইংরাজী ২৯/০৮/২০১২ তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্টীকৃত ০৬৭৭৭ নম্বর দলিল মূলে অঞ্জনা ষ্টীল ইন্ডাস্ট্রীস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডিরেক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তকে বিক্রয় করেন। পরবর্তীকালে উক্ত অঞ্জনা ষ্টীল ইন্ডাস্ট্রীস প্রাইভেট লিমিটেড -জিন ষ্টীল ইন্ডাষ্ট্রীস প্রাইভেট লিমিটেড ও রাজগরিয়া সেরা টাইলস্ প্রাইভেট লিমিটেড গত ইংরাজী ০৪/১২/২০২০ তারিখে এ.আর.এ.-২ কলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নম্বর বহির ১৯০২-২০২০ নং ভল্যুমের ২০৩৪০১ হইতে ২০৩৪৩৭ পৃষ্ঠা সমূহে লিপিবদ্ধ ৪৭৯৯ নম্বর দলিল মূলে আমার মক্কেল রাজদীপ ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডিরেক্টর রাজেশ কুমার আগরওয়াল ও মঙ্গল কুমার আগরওয়ালকে হস্তান্তর করেন, উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে অত্র বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হহবে ।

Subhas Shah
দরখাস্তকারীর পক্ষে
এ্যাডভোকেট, শ্রীরামপুর কোর্ট।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী
জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

ফোঁটা নেওয়ার পর বোনেদের সম্মান রক্ষায় বার্তা ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ফোঁটা নেওয়ার পর বোনেদের সম্মান রক্ষায় বার্তা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। প্রতি বছরের মতো এবছরও চেতলা অগ্রণী ক্লাবে ভাইফোঁটার আয়োজন ছিল জমজমাট। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শহরের নানান প্রান্ত থেকে আসা দিদি-বোনেদের থেকে ফোঁটা নেওয়ার পর বোনেদের সম্মান রক্ষায় বড় বার্তা দিলেন ফিরহাদ হাকিম। চেতলা অগ্রণী ক্লাবের ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান ভীষণ জনপ্রিয়। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান বয়সি দিদি-বোনেরা আসেন ফোঁটা দিতে। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। ফোঁটা নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি

হয়ে মেয়র বলেন, ‘আমাদের বোনেরা যেমন আজ আমাদের দীর্ঘজীবন কামনা করছে, তেমনই আমাদেরও শপথ নিতে হবে বোনেদের সম্মান রক্ষায় যদি প্রাণও যায়, তবু লড়ব। যাঁরা মেয়েদের অসম্মান করেন, তাঁরা মানুষ নন। তাঁদের সমাজ থেকে আলাদা করে দিতে হবে। একটা নারীর অসম্মান মানে গোটা মানবজাতির লজ্জা।’

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক অনিল কুমার মিশ্রা বিএনআর দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

বোন দীপালির থেকে ফোঁটা নিলেন সাংসদ ও অভিনেতা দেব।

রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবর সাধারণের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছটপুজো উপলক্ষ্যে এবছরও রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবর সাধারণের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেএমডিএ। জলদূষণ রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

দুই সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে কেএমডিএ। ২০২২ সালে নির্দেশ লঙ্ঘন করে কিছু মানুষ প্রবেশ করায় এবছর নিরাপত্তা আরও কড়া করা হচ্ছে। নির্দেশ কার্যকর রাখতে দুই সরোবরে প্রায় ৩০০ পুলিশ মোতায়েন করা হবে। নিরাপত্তা তদারকির দায়িত্বে থাকবেন দু’জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে গত কয়েক বছর ধরেই দুই সরোবরে ছটপুজোর অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। ওই নির্দেশ অনুসারেই কেএমডিএ প্রতি বছর সরোবর দুটি বন্ধ রাখে। দুই সরোবর বন্ধ থাকার ফলে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য ৩৯টি অস্থায়ী ঘাট তৈরি করা হয়েছে। সুভাষ সরোবর সংলগ্ন এলাকায় বিকল্প ঘাট নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা পুরসভা। প্রতিটি ঘাটে পোশাক পরিবর্তনের জন্য অস্থায়ী তাঁবু, বায়ো-টয়লেট এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেএমডিএ জানিয়েছে, পুজো শেষে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ঘাট পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভাকে।

বরানগর পুরসভার পুরপারিষদ রামকৃষ্ণ পাল বরানগর কালীতলা মাঠের কাছে জাগো বাংলা স্টলের আয়োজন করেন প্রতি বছর। এই স্টলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বহু মনীষীদের বই রাখা হয়।

এলাকার প্রান্তিক শিশুদের মধ্যে সবুজ আতসবাজি বিতরণ করলেন অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুখদেব নস্কর। প্রায় ৫০০ শিশুর হাতে এই বাজি তুলে দেওয়া হয়।

উৎসব মরশুমে হাওড়া বিভাগে যাত্রীর ভিড় নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ বিশেষ ব্যবস্থা

নতুন ট্রেন পরিষেবা ও রিয়েল-টাইম মনিটরিং চালু করল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটের উৎসব ঘিরে বাড়তি যাত্রীচাপ সামলাতে হাওড়া বিভাগ নিয়েছে একগুচ্ছ বিশেষ পদক্ষেপ। ভিড় নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে যাত্রী-সহায়ক পরিষেবা; সর্বত্রই জোর দেওয়া হচ্ছে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে। দেশের অন্যতম ব্যস্ততম টার্মিনাল হাওড়া স্টেশনে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার যাত্রী আসা-যাওয়া করেন। এই সময়ে যাত্রীচাহিদা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেল নতুন ৭টি উৎসব স্পেশ্যাল ট্রেন চালু করেছে, যা নিয়মিত ৫৪টি মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পাশাপাশি চলবে।

চলবে যে উৎসব স্পেশ্যাল ট্রেনগুলি

০২০২৩ হাওড়া, পাটনা জংশন স্পেশ্যাল; প্রতি রবিবার, সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিট (১৩ জুলাই থেকে ২৮ নভেম্বর)।

০৩০০৫ হাওড়া, লুমডিং স্পেশ্যাল ; প্রতি শুক্রবার, সময় সকাল ৭টা ১৫ মিনিট (২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর)।

০৩০০৭ হাওড়া, খাতিপুরা স্পেশ্যাল; প্রতি রবিবার, সময় রাত ১১টা (২৮ সেপ্টেম্বর থেকে

২ নভেম্বর)।

০৩০৪৩ হাওড়া, রক্সৌল স্পেশ্যাল ; প্রতি শনিবার, সময় রাত ১১টা (২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর)।

০৪৪৫১ হাওড়া, নয়াদিল্লি স্পেশ্যাল ; দৈনিক, সময় রাত ১টা ৩০ মিনিট (২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর)।

০৩০৪৫ হাওড়া, রক্সৌল স্পেশ্যাল (দুই ট্রিপ) ; ১৭ ও ২৩ অক্টোবর, সময় রাত ১১টা ১০ মিনিট।

০৩০০৩ বর্ধমান, ফতুহা স্পেশ্যাল ; দৈনিক, সময় সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট (২১ থেকে ২৫ অক্টোবর)।

এছাড়া ছট উপলক্ষে হাওড়া, গোরক্ষপুর রুটে অনারক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানো হবে।

০৩০৪৭ হাওড়া, গোরক্ষপুর স্পেশ্যাল ২৬ অক্টোবর বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে ছাড়বে, পরদিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছবে।

০৩০৪৮ গোরক্ষপুর, হাওড়া স্পেশ্যাল ২৭ অক্টোবর দুপুর ১টায় ছাড়বে, ২৮ অক্টোবর সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে হাওড়ায় পৌঁছবে।

যাত্রী চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ও ভিড় ব্যবস্থাপনা

উৎসবের সময় ২২ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনে প্রবেশ ও নির্গমনপথ আলাদা রাখা হয়েছে। মেট্রো থেকে আগত যাত্রীদের জন্য বিকেল ২টা থেকে মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত ১০০ মিটার অতিরিক্ত হাঁটার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে যাত্রাপথ আরও নিরাপদ হয়। ২৪ ও ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ‘ওল্ড ক্যাব রোড’ এলাকায় যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যাতে স্টেশনের সামনে ভিড় কমানো যায়।

স্টেশনের ভেতরে তৈরি করা হয়েছে দুটি বিশাল অস্থায়ী ওয়েটিং এরিয়া, একটির আয়তন ৭,৩৬০ বর্গফুট এবং অন্যটির ৪,৯০০ বর্গফুট; যাতে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের আরামদায়ক অবস্থান নিশ্চিত হয় এবং প্ল্যাটফর্মে ভিড় না জমে। একই সঙ্গে উন্নত করা হয়েছে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, বাড়ানো হয়েছে দিকনির্দেশক সাইনেজ ও মেঝের মার্কিং, যাতে যাত্রীরা সহজে গন্তব্য খুঁজে পান।

পূর্ব রেল জানিয়েছে, রেলকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীদের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং স্টেশনে চলছে রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা, যাতে যাত্রী চলাচল নির্বিঘ্ন থাকে।

হাওড়া বিভাগের এক মুখপাত্র বলেন, উৎসবের সময়ে প্রতিটি যাত্রীর নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা আমাদের অগ্রাধিকার। অতিরিক্ত ট্রেন, উন্নত অবকাঠামো ও কার্যকর ভিড় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা এবারের উৎসব মরশুমে যাত্রীদের সর্বোচ্চ সুবিধা দিতে প্রস্তুত। এইভাবে হাওড়া বিভাগের বিশেষ প্রস্তুতি পূর্ব রেলের উৎসবযাত্রা ব্যবস্থাপনাকে আরও সুশৃঙ্খল ও আধুনিক রূপ দিচ্ছে।

রেহাই নেই বৃষ্টি থেকে!

■ বর্ষা বিদায় নিয়েছে বঙ্গ থেকে। তবে নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টির রেহাই নেই। এদিকে আবার ভোর বা রাতের দিকে একটু শিরশিরানি অনুভূতও হচ্ছে। তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে বৃষ্টি হবে। আর তা হবে উইকেন্ডে বা সামনের সপ্তাহে। উত্তরবঙ্গে সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবারেও বৃষ্টির পূর্বাভাস শুধুমাত্র পার্বত্য দুই জেলাতে। দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং রবিবার এই তিন জেলার সঙ্গে মালদায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে উপকূল সংলগ্ন এলাকায় ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে। তবে আগামী মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর দক্ষিণে বাড়তে পারে বৃষ্টি। তার আগে দিনে রৌদ্রজ্জ্বল আকাশ থাকলেও সকালে সামান্য কুয়াশা আর ধোঁয়াশা থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আজ শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি নতুন নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। বর্তমানে তামিলনাড়ু উপকূলের দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর থাকা সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার এটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ কর্নাটক এবং আশেপাশের অঞ্চলের ওপর রয়েছে।

যুবতীকে হেনস্তার অভিযোগ

■ ফের কলকাতা শহরে যুবতীকে হেনস্তার অভিযোগ। ঘটনাস্থল দক্ষিণেশ্বর। জানা গিয়েছে, বুধবার দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের বাইরে এক যুবতীর সঙ্গে এই ঘটনা ঘটে। যুবতীর অভিযোগ, এলাকায় পরিচিত এবং প্রভাবশালী ওই ব্যক্তি। তবে মেয়েটির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে যুবতী জানান, অফিস থেকে ফিরছিলেন তিনি। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ দাঁড়িয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের সামনে। ভিড় ছিল সেখ ানে। রাস্তায় লোকজনও ছিলেন প্রচুর। তার মাঝেই এক ব্যক্তি তাঁকে অশালীন ভাবে ছুঁয়ে দেয়। ধাক্কাও মারে তাঁকে। যুবতী সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তির কলার ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে গেলে উল্টে তাঁকেই চড় কষিয়ে দেয় ওই অভিযুক্ত। যুবতীর অভিযোগ, স্থানীয়রা অনেকেই গোটা ঘটনা দাঁড়িয়ে দেখ ছিলেন তবে কেউ কোনও সাহায্য করেনি। শুধু তাই নয়, অনেকেই যুবতীকে পরামর্শ দেন, অযথা ঝামেলায় না জড়াতে। তবে যুবতী জানান, প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেকেই ওই ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছিল এবং তার অনেক 'হাত' আছে বলেও মন্তব্য করেছিল।

কসবায় ছাত্র-পিটুনি

■ দীপাবলির রাতে দক্ষিণ কলকাতার কসবায় ঘটে গেল ছাত্র পিটুনির মতো ঘটনা। অভিযোগ, কসবায় কয়েকজন নেশাগ্রস্ত যুবকের 'নুইস্যান্স' বন্ধ করতে গেলে এক ছাত্রকে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান ও সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে। কাসবার ঘটনায় অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজও চলছে। ছাত্র পিটুনির ঘটনার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা এ অভিযোগেও জানান, কিছু বাড়ির 'সাইলেন্স উইন্ডো' ভাঙার ঘটনাও ঘটেছে। এটিও পুলিশের তদন্ত তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে তাঁরা এ দাবিও করেন, উৎসবের সময়ে এবং তারপরের রাতে কমিউনিটি পেট্রোলিং আরও বাড়াতে হবে। এদিকে কসবা থানার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দীপাবলির পরদিন থেকেই ওই এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত টহল শুরু হয়েছে। পাশাপাশি কসবা থানার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, উৎসবের পরবর্তী দিনগুলিতেও নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলায় কোনও রকম ঢিলেমি থাকবে না।

ভাতৃদ্বিতীয়ায় দাদার কপালে ফোঁটা দিল কোয়েল কন্যা কাব্য।

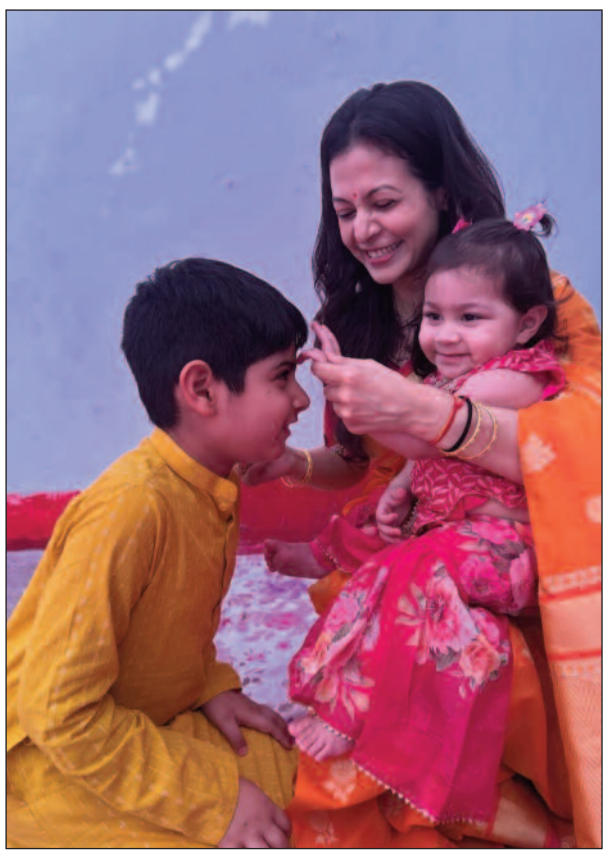

হিন্দুদের উৎসবে হস্তক্ষেপ করছে মমতা প্রশাসন, আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলির রাতেও রাজ্যে হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে; এমন অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও-সহ পোস্ট করে তিনি লেখেন, যে দিনটিতে আলো অন্ধকারকে পরাজিত করে, সেই দিনেই অন্ধকার নেমে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজের জীবনে।

শুভেন্দুবাবুর বক্তব্য, দীপাবলি আলোর জয় আর অন্ধকারের পরাজয়ের প্রতীক। কিন্তু আজ হিন্দুরা তাদের মতো করে আনন্দ ও উৎসব পালন করতে পারছে না। সরকারি নির্দেশ মেনে উৎসব করলেও পুলিশি অত্যাচার থামছে না।

তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, বুধবার রাতে কলকাতার সাউথ সিটি আবাসনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে। তাঁর দাবি, ওই আবাসনের বাসিন্দারা পরিবার নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দীপাবলি উদযাপন করছিলেন এবং নিয়ম মেনেই সীমিত বাজি পোড়াচ্ছিলেন। কিন্তু হিন্দু-বিরোধী মমতা পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে বাসিন্দাদের ধমক, ভয় দেখানো, এমনকী মারধর পর্যন্ত করে। শুভেন্দুর কথায়, ভিডিওতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নিরীহ হিন্দু পরিবারগুলির উপর কীভাবে নিপীড়ন চালানো হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা প্রশ্ন তোলেন; একটি স্বাধীন দেশে নিজের ধর্মীয় উৎসব আনন্দের সঙ্গে পালন করা কি অপরাধ? তিনি আরও লেখেন, এই পশ্চিমবঙ্গে আজ হিন্দুরা তাদের মৌলিক সাংস্কৃতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি ধর্মীয় উৎসবে পুলিশি বাধা, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ; যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। অথচ অন্য সম্প্রদায়ের উৎসবের সময় এই প্রশাসনকে কখনও এত 'অতিসক্রিয়' হতে দেখা যায় না।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, আমি হিন্দু সমাজের পাশে আছি। আমি আশা করি আগামী দীপাবলি আপনাদের জন্য আরও সুখকর, আরও স্বাধীন হবে। এবার অন্তত প্রশাসন যেন মনে রাখে; উৎসব কারও করুণা নয়, এটা সাংবিধানিক অধিকার।

রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শুভেন্দুর এই বক্তব্য নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। তৃণমূল শিবির বিষয়টি নিয়ে মুখ না খুললেও, বিজেপি সূত্রের দাবি; যেভাবে হিন্দু উৎসবগুলিকে নিয়মিতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, তা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর উদ্বেগজনক।

দীপাবলির আলো ম্লান করে দেওয়া এই পুলিশি অভিযানের ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, আর শুভেন্দুর পোস্টের পর তা ঘিরে নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে প্রবল আলোচনার ঝড়।

নলবন ভেড়িতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব কলকাতা জলাভূমির পরিবেশগত গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নলবন ভেরিতে একটি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বা নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার গড়ে তোলা হবে। পরিবেশ দপ্তরের অধীন ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এ জন্য আগ্রহী সংস্থার খোঁজে দরপত্র আহ্বান করেছে। প্রায় ২০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কেন্দ্রটিতে আধুনিক ইন্টার‍্যাকটিভ গ্যালারি, প্রদর্শনী হল ও উন্মুক্ত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র থাকবে। যাতে মানুষ প্রকৃতি রক্ষা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের সমন্বয় সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পারেন। এই কেন্দ্রটিকে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পরিবেশ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কলকাতার ফুসফুস নামে পরিচিত পূর্ব কলকাতা জলাভূমি শহরের নিকাশিজলের প্রাকৃতিক পরিশোধনের পাশাপাশি বিপুল জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে চলেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জলাভূমির সেই পরিবেশগত ভূমিকা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। তিনি বলেন, নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার এমনভাবে নকশা করা হবে যাতে ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও সাধারণ নাগরিকরা জলাভূমির পরিবেশগত মূল্য বুঝতে পারেন, কিন্তু তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত না হয়। এটি সংরক্ষণ নীতি ও জনসচেতনতার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

দরপত্রে বলা হয়েছে, অভিজ্ঞ ভারতীয় নির্মাণ সংস্থাগুলিই এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে, যাদের জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ পার্ক বা ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যোগ্যতা ও ব্যয়ের দক্ষতাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সংস্থা বাছাই করা হবে। সম্পূর্ণ হলে নলবনের এই নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার কলকাতার অন্যতম প্রধান পরিবেশ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

ডিজে বাজানো এবং শব্দবাজি ফাটানো নিয়ে প্রতিবাদ, পর্ণশ্রীতে আক্রান্ত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: তারস্বরে ডিজে বাজানো এবং শব্দবাজি ফাটানো নিয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত দম্পতি। মেরে নাক ফাটিয়েও দেওয়া হয় এক ব্যক্তির, এমনটাই অভিযোগ। সঙ্গে ওই ব্যক্তির স্ত্রীর উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। ঘটনাস্থল পর্ণশ্রী গভর্মেন্ট কোয়ার্টার। স্থানীয় সূত্রে খবর, শব্দবাজির তাণ্ডব এবং ডিজের আওয়াজে নাজেহাল গভর্মেন্ট কোয়ার্টারের আবাসিকরা। কালীপুজোর পর দু'দিন কেটে গেলেও শব্দবাজি ফাটানো থেকে শুরু করে ডিজে বাজানো কোনও কিছুই থামছে না।

সূত্রে খবর, পর্ণশ্রী গভর্মেন্ট কোয়ার্টারের সামনেই রয়েছে পর্ণশ্রী লেক। আর সেই লেকে এলাকার সমস্ত কালীপুজোর ভাসান চলছিল। আর এই প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে এসে বুধবার রাত ১টার সময় বাড়ির সামনে তারস্বরে মাইক বাজানো হচ্ছিল ও বাজি ফাটানোও চলছিল।

সেই সময় প্রতিবাদী কল্লোল সেন শর্মার স্ত্রী বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ডিজে সাউন্ড কমাতে বলেন। এই কথা বলতেই অভিযুক্তরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার পর কল্লোল সেন শর্মা গিয়ে প্রতিবাদ জানান। তখনই ভিড়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত মেরে নাক ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। অবস্থা

বেগতিক দেখে তাঁদের ছেলে গিয়ে প্রতিবাদ করলে তাকেও টেনে বাইরে নিয়ে গিয়ে মারধর করার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। কোনওরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সে।

কোয়ার্টারের আবাসিকদের বক্তব্য, গত কয়েকদিন ধরে প্রত্যেকদিন রাতে এগুলো সহ্য করতে হচ্ছে তাঁদের। ওই লেকে সব মিলিয়ে প্রায় ২০০০ ঠাকুর নিরঞ্জন দেওয়া হয়। এই সময় চলে বাজি ফাটানো এবং তারস্বরে ডিজে বাজিয়ে নাচ। বারণ করলেও কেউ তাঁদের কথা শুনছে না বলে অভিযোগ। তাঁদের আরও দাবি, বেশি রাতের দিকে লেকের সামনে পর্ণশ্রী থানার পুলিশও সংখ্যায় কম থাকছে আর সেই সুযোগে এইসব শব্দ তাণ্ডব চলছে এলাকায়। অবিলম্বে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাইছেন তাঁরা।

ভবানীপুরে প্রকাশ্যে বৃদ্ধাকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভবানীপুর: শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদে কলকাতার ভবানীপুরে প্রকাশ্যে বৃদ্ধাকে মারধর। কালীপুজোর দিন মধ্যরাতে শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধা। অসুস্থ সেই বৃদ্ধাকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে এলাকার কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। ভবানীপুর থানা এলাকার ঘটনা। মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

৪ বি আশুতোষ মুখার্জি রোডের বাসিন্দা অনুপমা চৌধুরীর অভিযোগ, কালীপুজোর দিন রাত দেড়টা নাগাদ পাড়ার কিছু ছেলে বাজি ফাটাচ্ছিল। অসুস্থ বৃদ্ধার অভিযোগ, তিনি মধ্যরাতে ওই বিপুল শব্দে বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করেন। এমনকী বাজি থেকে তাঁর বাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল বলেও অভিযোগ। প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকে ও তাঁর ভাইকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ বৃদ্ধার।

এরপর ২১ অক্টোবর রাতেই ভবানীপুর থানায় অভিযোগ জানাতে যান তিনি, কিন্তু সেই অভিযোগ পুলিশ নেয়নি বলে জানান অনুপমাদেবী। এরপর বৃহস্পতিবার আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ফের থানায় উপস্থিত হন বৃদ্ধা। এরপর এফআইআর করা হয় পাঁচজনের বিরুদ্ধে। এরপর এই এফআইআরের ভিত্তিতে ভবানীপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে এদিন থানায় উপস্থিত হন বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা অনুপমাদেবীর অভিযোগ, 'রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, ঘর ভর্তি ধোঁয়া। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। নিচে গিয়ে বলেছি, এখানে ভদ্রলোকেরা থাকে। তখন ওরা আমাকে জোর করে জাপটে ধরে মারধর করল।' সঙ্গে তিনি এও জানান, স্থানীয় যুবকেরাই মারধর করেছে বলে অভিযোগ তাঁর। এই ঘটনার পর বৃদ্ধা আতঙ্কে রয়েছেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, আবারও তাঁর উপর হামলা হতে পারে। পুলিশের অসহযোগিতার অভিযোগও তোলেন তিনি।

অনলাইনে পেনশন লাইফ সার্টিফিকেট আপডেট করার নামে আর্থিক প্রতারণা

৭ লক্ষ টাকা খোয়ালেন ৭২ বছরের বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগুইআটি: অনলাইনে পেনশন লাইফ সার্টিফিকেট আপডেট করে দেওয়ার ফাঁদে পা দিয়ে ৭ লক্ষ টাকা খোয়ালেন লেকটাউনের বাসিন্দা ৭২ বছরের এক বৃদ্ধ। সূত্রে খবর, এমনই একই ঘটনায় প্রতারণার শিকার হয়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন বাগুইআটির বাসিন্দা ৭২ বছরের এক বৃদ্ধাও। জীবনের শেষ সঞ্চয়টুকু হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। প্রতারিত হওয়ার পর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সল্টলেকে অবস্থিত বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। খোয়ানো টাকা দ্রুত উদ্ধারের আর্জিও জানান। সেই মতো তদন্ত শুরু হয়েছে।

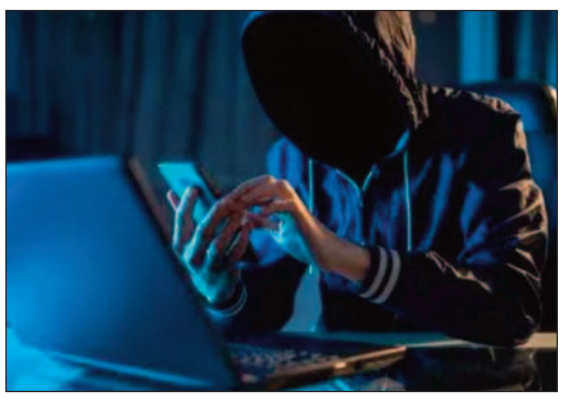

সূত্রে খবর, লেকটাউনের ক্যানাল স্ট্রিটের বাসিন্দা ওই প্রতারিত বৃদ্ধের কাছে গত ১৯ অক্টোবর রাত ৮টার সময় একটি ফোন আসে। প্রতারকরা জানায়, তারা পেনশন লাইফ সার্টিফিকেট বিভাগ থেকে ফোন করছে। বৃদ্ধ তাদের কথা বিশ্বাস করেন। তারপর প্রতারকরা ফোনেই বৃদ্ধের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি ও তথ্য চেয়ে নেয়। তখন বৃদ্ধের হোয়াটসঅ্যাপে একটি ডট এপিকে ফাইল পাঠায় তারা। সেই ফাইলে ক্লিক করে অনলাইনে পেনশন লাইফ সার্টিফিকেট আপডেট করতে বলে। বৃদ্ধ তাদের কথা মতো ক্লিক করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত ৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা উধাও। প্রতারিত বৃদ্ধার বাড়ি বাগুইআটি থানার রঘুনাথপুর এলাকায়। তিনিও একইভাবে প্রতারিত হন। প্রতারকরা তাঁকে ১৫ অক্টোবর ফোন করে একই কথা বলেছিল। এমনকী, তাঁকেও এপিকে ফাইল পাঠানো হয়। সেখানে ক্লিক করার পর তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উধাও হয়ে যায়। এরপরই দু'জনেই ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালে অভিযোগ জানান। প্রতারিত বৃদ্ধা গত ২০ অক্টোবর এবং বৃদ্ধ ২১ অক্টোবর বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এপিকে ফাইলের উৎস জানতে হবে। যদি সেগুলি পরিচিত কোনও নম্বর থেকে না আসে, তাহলে তা বিপজ্জনক হতে পারে।

গ্রিসের নামী হোটেলে চাকরির আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রিসের নামী হোটেলে চাকরি আর ভালো বেতনের আশ্বাস দিয়েছিলেন একটি হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের এক প্রাক্তন ডিন। তাতে বিশ্বাস করে হাওড়ার এক ছাত্র তাঁকে দেড় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েওছিলেন। এরপর বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করেন ওই ছাত্র। তবে বাস্তবে গ্রিসের কোনও হোটেলেই চাকরি মেলেনি। এরপর দেড় লক্ষ টাকা ফেরত চান ওই ছাত্র। কিন্তু, সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি তাঁকে। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে এরপর ওই ছাত্রের পরিবার বিধাননগরের নারায়ণপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে অবশেষে বিহার থেকে অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিধাননগর কমিশনারেট থেকে জানানো হয়েছে, ধৃতের নাম বিশাল কুমার। বিহারের মুজাফ্‌ফরপুরের ভগবানপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিহারের সীতামারি আদালতে তাঁকে পেশ করা হয়েছিল। সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে বিধাননগরে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রতারিত ছাত্রের বাবা জানান, গত ২১ এপ্রিল নারায়ণপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি পুলিশকে জানান, গত ৪ মার্চ ফেসবুকের মেসেঞ্জারে তাঁর ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রিসে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপরই ৬ মার্চ অনলাইনে তাঁকে ৭০ হাজার এবং ৫০ হাজার মিলিয়ে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পরদিন ৭ মার্চ আরও ২৯ হাজার ৭০০ টাকা পাঠানো হয়। সব মিলিয়ে দেওয়া হয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। কিন্তু, চাকরি হয়নি। টাকা ফেরত চাইতে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরছিলেন না।

ওয়ার্ড বয়ের পোশাক পরে নাবালিকার যৌন হেনস্তার অভিযোগ

গ্রেপ্তার হাসপাতালের প্রাক্তন অস্থায়ী কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের প্রশ্ন উঠে গেল রাজ্য তথা শহরের সরকারির হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে। আরজি করের পর এবার যৌন নির্যাতনের ঘটনার তালিকায় যোগ হল রাজ্যের এক নম্বর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম-এর নামও। অভিযোগ, চিকিৎসা করাতে আসা এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত যুবককে। তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের প্রাক্তন অস্থায়ী কর্মী বলে জানা গেছে। সূত্রে এও জানা গেছে, শৌচাগারের ভিতর নাবালিকার রোগীকে যৌন হেনস্তা করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের প্রাক্তন এই অস্থায়ী কর্মী।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তি এর আগে শম্ভুনাথ পণ্ডিতে কাজ করত। বর্তমানে এনআরএস হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী। বুধবার ওই নাবালিকা পরিবারের সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে আসে। এদিকে ওপিডি টিকিটের জন্য ছিল দীর্ঘ লাইন। সেই সময় অভিযুক্ত ওয়ার্ড বয়ের পোশাক পরে আসে। পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তি জানান তিনি টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবেন, কোনও রকম লাইন দিতে হবে না। এরপরই তিনি নাবালিকাকে অন্য একটি জায়গায় নিয়ে যান। সেখানেই একটি শৌচাগার ছিল। অভিযোগ সেখানেই শ্লীলতাহানি করা হয় ওই নাবালিকাকে। ঘটনার পরই নাবালিকা অভিযুক্তের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ জানানোর পর, ভবানীপুর থানার পুলিশ ধাপা থেকে গ্রেপ্তার করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের প্রাক্তন অস্থায়ী কর্মীকে। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠে গেল, নীলরতন সরকার হাসপাতালের কর্মী এসএসকেএম-এ কী করছিলেন তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠে গেল কেনই বা অভিযুক্ত ওয়ার্ড বয়ের পোশাক পরে ঘোরাঘুরি করছিলেন এসএসকেএম-এ।

এদিকে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে। এরপর বৃহস্পতিবার ধাপা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ সূত্রে এ খবরও মিলেছে, ওই এলাকাতেই যুবকের বাড়ি। তার বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পাশাপাশি ভবানীপুর থানার সূত্র এও জানা গিয়েছে, এসএসকেএম-এ চুক্তিভিত্তিক ওয়ার্ড বয় বিভাগে কাজ করতেন ওই যুবক। সেই কাজের সুবাদে তার কাছে হাসপাতালের পুরনো পোশাক ছিল। সেটা পরেই তিনি বুধবার এসএসকেএম-এ ঢুকে যান। তারপর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করতেই নাবালিকার চিৎকার করে ওঠেন। তাতে সকলে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হন। অবস্থা বেগতিক দেখে এরপরই ওই যুবক সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, গতবছর আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়া চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তিলোত্তমার সেই ঘটনায় তোলপাড় হয়ে যায় গোটা রাজ্য। গ্রেপ্তারও হয় সঞ্জয় রাই নামে এক সিভিক ভলান্টিয়র। তাকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট। এরপর চলতি বছরের কালীপুজোর দিনও এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ ওঠে হোমগার্ডের বিরুদ্ধে।

টালিগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত ভাইফোঁটায় নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমের ১০০ জন বৃদ্ধার থেকে ফোঁটা নিলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে তাঁকে ফোঁটা দিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ, সাংসদ জুন মালিয়া, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় সহ আরোও অনেকে।

সম্পাদকীয়

সেপ্টেম্বরে রপ্তানি কমল প্রায় ১১.৯৩ শতাংশ, নেপথ্যে ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির জের?

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির ছাপ কি তবে ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করল? সেপ্টেম্বরে দেশের মোট রপ্তানির পরিসংখ্যান সামনে আসতেই এই প্রশ্ন উসকে দিয়েছে। কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বরে দেশের মোট রফতানি কমেছে প্রায় ১১.৩৯ শতাংশ। এর নেপথ্যে কি ট্রাম্প এফেক্ট? এই নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা। চলতি বছর ২৭ অগাস্ট ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই নীতি কার্যকর হওয়ার পর প্রথম মাসেই ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে ধাক্কা খেল। কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে ভারতের মার্কিন রফতানি বার্ষিক ১১.৯৩ শতাংশ কমে ৫.৪৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা দেশের বৃহত্তম রফতানি বাজারের উপর ধাক্কা লাগার বড় প্রমাণ। যদিও এই সময়ে আমদানি ১১.৭৮ শতাংশ বেড়ে ৩.৯৮ বিলিয়ন*ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। রাশিয়া থেকে ক্রুড অয়েল কেনার কারণে শাস্তিস্বরূপ নয়াদিল্লির ওপর এই বাড়তি শুল্ক চাপিয়ে ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর ফলে ভারতের রফতানিযোগ্য পোশাক এবং চর্মজাত পণ্য বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের প্রতিযোগিতার সামনে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাণিজ্য সচিবের বক্তব্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের মোট রফতানির প্রায় ৫৫ শতাংশই এই শুল্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা সত্ত্বেও রফতানির গতি বজায় রয়েছে; তবে সোনা, রুপো, সার এবং ইলেকট্রনিক্সের আমদানি বৃদ্ধির কারণে সেপ্টেম্বরে সামগ্রিক আমদানির হার দ্রুত বেড়েছে। তথ্য বলছে, মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি প্রায় ৩৭.৫ শতাংশ কমেছে, যার ফলে মাসিক ৩.৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি চালান কমে গিয়েছে। সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বস্ত্র, রত্ন, গয়না, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী এবং রাসায়নিকের মতো ক্ষেত্র।এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া থেকে ক্রুড অয়েল আমদানি করার বিষয়টি আপাতত সরিয়ে রেখে ভারত আগামী মাসের মধ্যে চুক্তি শেষ করার লক্ষ্যে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে বাণিজ্যিক আলোচনা চালাচ্ছে।

শব্দবাণ-৪২২

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সংখ্যায় অল্প ৪. দর ৫. অন্ত, শেষ ৭. ছাড় ৯. সৌন্দর্য, কান্তি ১১. হাতির মাথাতে রঙের দ্বারা চিত্রাঙ্কন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কুণ্ঠা ২. যশ, প্রসিদ্ধি ৩. বারবার ৬. পরম সৌভাগ্যবান ৮. সমুদ্র ১০. মহাশান্তি মহা —।

সমাধান: শব্দবাণ-৪২১

পাশাপাশি: ১. ঘাটেরমড়া ৩. খাতির ৫. ভৈরবী ৭. রাজীব ৮. বহন ১০. একমাতৃক।

উপর-নীচ: ১. ঘাটতি ২. মহাভৈরব ৩. খাপরা ৪. রত্নবণিক ৬. বীজন ৯. হরেক।

জন্মদিন

আজকের দিন

অনুরাগ ঠাকুর

১৯৭৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অনুরাগ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কৌশিকী চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋদ্ধিমান সাহার জন্মদিন।*

প্রজাতান্ত্রিক বঙ্গে অহং আইন অহং সংবিধান !

সুবীর পাল

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শ্রমিক সংগঠনের জঙ্গি আন্দোলনের পায়ে শিকল পরিয়ে কেন্দ্রের অধীশ্বর মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে উন্মুখ হয়েছিলেন ঠিকই। বিনিময়ে রাজ্য ভেট পেয়েছিল মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বেশ কিছু পুঁজি নিবেশ। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কেন্দ্রীয় প্রকল্প লাগুতেও দিল্লি ধীরে ধীরে উদার হতে শুরু করে। কিন্তু কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাগ্যে লেখা রয়েছে বিধি বাম। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নিজেরই বাম দল বুদ্ধদেববাবুর এই দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কে তলায় তলায় মেনে নিতে পারেনি পার্টির আইডিওলজির কারণে। আসলে এযাবৎ বাম জমানার শেষতম মুখ্যমন্ত্রী কোনও কালেই দলীয় শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাননি বহু মতফারাক থাকলেও। এরপরই প্রায় দেড় দশকের কাছাকাছি রাজ্যে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও রাজ্যের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বিরাজমান রয়েছেন। ফেডারেল স্ট্রাকচার বিপন্নতার যে বীজ জ্যোতি বসু প্রথম পরিপূর্ণ ভাবে রোপণ করেছিলেন তার কফিনে শেষতম চূড়ান্ত পেরেকটি পুঁতে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতিবাবুর মুখের কথা 'কেন্দ্রের দোষ' অনেকটা ক্যাচ লুফে নেওয়ার মতো করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মুখে একটাই ডায়ালগ বাংলার অস্মিতাকে কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। তা হলো, 'গুজরাটি চক্রান্ত।' কেন্দ্রের তরফে বিভিন্ন গঠনমূলক ইস্যুতে রাজ্যকে আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানালেও নবান্ন যেন সেই ঘাড় কাৎ কাৎ নীতি সমানে চালিয়ে যাচ্ছে নীল সাদা ছোপের একক ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশবর্তীতে। ফলে রাজ্যের অপ্রাপ্তির তালিকা যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে। খাতায় কলমে তথ্যে জাগলারিতে রাজ্যে উন্নয়ণের সুনামি ঘটলেও রাজ্যে শিল্পজাত বিনিয়োগ এখন তো রেকর্ড তলানিতে এসে ঠেকেছে। একশো দিনের কাজের অর্থ বরাদ্দ বন্ধ। গরীবদের জন্য কেন্দ্রীয় আবাস প্রকল্প থেকে শুরু করে রাস্তা নির্মাণ সহ প্রায় সবকটি দিল্লির তরফের তহবিলে যেন বৈশাখের তীব্র খরা সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিম প্রান্তের প্রজাতান্ত্রিক বঙ্গদেশে লাগু রয়েছে বিশ্বের এক বিস্ময়কর সংবিধান। যার মূল কাঠামোর ভিত্তি হলো 'বঙ্গেশ্বরীই আইন, বঙ্গেশ্বরীই সংবিধান।'

থুড়ি থুড়ি একটু ভুল হয়ে গেল যে। আসলে আমাদের ছেলেবেলার কমিকসের হিরো নাম্বার ওয়ান অরণ্যদেবের সেই আফ্রিকার জঙ্গলে এক মোজ-বুড়ো ছিলেন। তিনি কখনও সখনও ঝিমোতেন দিবালোকেও। মনে হয় লিখতে গিয়ে সেই দিবাস্বপ্নের ব্যাধিতে বুঝি এই কলমও আক্রান্ত। তাই পাঠকবৃন্দের কাছে করজোড়ে অনুরোধ ভুল লিখে ফেললে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আসলে এই বঙ্গে এমনই অস্মিতা যেখানে তোমাতে আমাতে মন মজে ছিল শুধু বঙ্গেশ্বরীর জয়গানে । এই বং কালচারে স্রেফ একটাই সংবিধান নিঃসৃত স্লোগান, 'জয় সততার প্রতীকের অনুপ্রেরণার জয়।'

ভারতীয় সংবিধানে বহুল উদ্ধৃত ফেডারেল সিস্টেমের অন্যতম প্রাণ ভোমরা হলো 'কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুসংহত সমন্বয়। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে। একযোগে উন্নয়ণের লক্ষ্যে।

আমাদের দেশজ সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ফেডারাল কাঠামোর উপর নিপুণ ভাবে স্থাপিত হয়ে রয়েছে একেবারে প্রথম থেকেই। অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর সমসময়কালে রচিত সংবিধান সংসদে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার পর থেকে আজ অবধি। কেন্দ্রীয় স্তরে একচ্ছত্র ক্ষমতায়ণের কুক্ষিগত অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে এসে তা ক্রমেই বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে রাজ্যগুলোর একটা নির্দিষ্ট পরিসীমার পরিমণ্ডলে। যার ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যর আন্তঃসম্পর্ক আমাদের মতো প্রজাতান্ত্রিক দেশে সার্থক গণতান্ত্রিক মডেল হয়ে উঠেছে বিশ্বের দরবারে। তাই তো আমরা আজও সগর্বে বলতে পারি, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। যার সৌজন্যের স্থপতি হলো নিজস্ব সংবিধানের সৃষ্ট আমাদের ফেডারেল পরিকাঠামো।

ফেডারেল স্ট্রাকচার হলো সর্বজন বিদিত ইংরেজি তকমা। যার চলতি বাংলা হলো, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো। আক্ষরিক অর্থেই আমাদের দেশকে তাই বলা হয়ে থাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের দেশের যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান তা হলো কেন্দ্রীয় সরকারি ব্যবস্থা ও রাজ্য সরকারি পরিভাষার মধ্যেকার ত্রিফলা সম সম্পর্ক। যে ত্রিফলার বিধিমালার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্রত্যাশিত ভাবেই আইনসভা আঙ্গিক। দ্বিতীয়টি তবে অবশ্যই নির্বাহীকরণের নির্দেশ। শেষেরটি সংজ্ঞায়িত হয়ে রয়েছে আর্থিক পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম। এই তিন ধারার যথার্থ ত্রিবেণী সঙ্গমে একত্রে রূপায়িত হয়ে উঠেছে আমাদের দেশের একান্ত ত্রিবর্ণ আন্তঃযুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা।

এই ত্রিপাক্ষিক ঐতিহ্যের পরিকাঠামোয় রাজ্যগুলোর সরকার বহুক্ষেত্রে নিজস্ব প্রদেশ প্রশাসন পরিচালনায় একেবারে আপন ভাবধারা কায়েম করতেই পারে ইচ্ছে মতো। তবে দরকারে তার উপর চুড়ান্ত বাধানিষেধ বলবৎ করতেই পারে কেন্দ্র সরকার নিজস্ব ক্ষমতাবলে। তবে সংবিধানে এও উল্লেখ রয়েছে যে একাধিক বিশেষ কিছু বিষয়ে রাজ্য সরকার একতরফা ভাবে নীতিগত কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। তেমনই যত বছর গড়িয়েছে সামনের দিকে ততই প্রয়োজন মাফিক সংবিধান সংশোধিত হয়েছে। আর সেই হারে গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতায় রাজ্যগুলোতে বেড়েছে পাল্লা দিয়ে অনেক বেশি মাত্রায় স্বতন্ত্র প্রশাসনিক সক্ষমতা। তবে শেষতম লাগামটা কিন্তু কেন্দ্রীয় সিন্দুকেই সুরক্ষিত রয়েছে অতি সযত্নে। এভাবেই আমাদের দেশে আজও অক্ষত রয়ে গেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কগত পরম্পরার বুনিয়াদ।

ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের নেতৃত্বে রচিত ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সর্বপ্রথম দেশের সংসদে গৃহীত হয়েছিল। সেই বছরের ২৬ জানুয়ারি প্রজাতান্ত্রিক দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে সেই সংবিধান জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় মহা সমারোহে। সেই সংবিধানের একাদশ পরিচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্কের আইনসভা ও প্রশাসনিক অধ্যায়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি। অন্যদিকে এর দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে বিস্তারিত আর্থিক বিষয়ক নানাবিধ বিধান। সংবিধানের ২৫৪-২৫৫ অনুচ্ছেদে সরাসরি বলা হয়েছে, কেন্দ্রের জন্য সংসদ ও রাজ্যসভা আর রাজ্যের বিধানসভায় আইন প্রণয়নের পবিত্র ক্ষেত্রস্থল হিসেবে মান্যতা পাবে সংশ্লিষ্ট আওতায় আইন রচনার জন্য। এছাড়া ২৫৬-২৬৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে পৃথক হয়েও প্রশাসনিক সমন্বয়ের একত্রিত বার্তা। আবার আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের ২৬৪-২৯৩ অনুচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে দ্বিস্তরীয় অবস্থানের নিবিড় অজস্র তহবিলের দিক দিশা। ২০১৬ সালে সংবিধানের ১০৬ তম সংশোধনী রূপায়িত হয়। সেই সংশোধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে পণ্য ও পরিষেবা কর নিয়ন্ত্রণের পরিসরে সংসদ ও বিভিন্ন বিধানসভা নিজস্ব সুবিধার্থে পৃথক পৃথক ভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

আসলে সংবিধান বর্ণিত উপরিউক্ত এতক্ষণ যা কিছু আলোচিত হয়েছে তা পুরোটাই পুঁথিগত নীতি হিসেবে লালিত হয়ে রয়েছে আমাদের মতো ছাপোষা ভারতীয় নাগরিকদের অন্তরে অন্তরে ভিতরে বাহিরে। অনেকটা কেতাবি বিশ্বাসে। আইনি ভাবধারার শো-কেসে। কিন্তু চলতি কথায় আছে, আইন যেমন আছে তার ফাঁকও তেমন আছে। তা হঠাৎ এ কথা খামোকা উঠলো কেন? আসলে কোনও কিছুই এমনি বলে হয় না। সুতরাং খামোকা শব্দওটাও এখানে প্রকৃত অপ্রাসঙ্গিক এমন ভাবনায় বশবর্তী হওয়াটাও মোটেই সমীচীন হবে না। কারণ সংবিধানে যে কেন্দ্র ও রাজ্যের আন্তঃসম্পর্কে বিষয়টি অতি গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে বারেবারে একটা আস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় অঙ্গনকে আধার করে, তার কার্যকরী প্রতিফলন কি সত্যি আজ আন্তরিক ভাবে বাস্তবায়িত সার্বিক পর্যায়ে? অনন্ত পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির প্রশ্ন যদি তুলে ধরা হয়, তবে?

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এই রাজ্যের বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীর আমল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর আমলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে সংঘাত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির প্রশ্নে দেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে এই চিকিৎসা রাজ্য নেতার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছিল অনেকটাই হরিহর আত্মার মতো। ফলে সেই সময়ের মাপকাঠিতে রাজ্যে এসেছিল ভারি শিল্প ও নগরায়নের অভাবনীয় জোয়ার। কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্যের বাসরঘরে প্রথম পাকাপাকি ভাবে বৈরীতার শীলমোহর পড়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমলে। আদতে 'কেন্দ্রের দোষ' স্লোগান তিনি হয়তো তুলে আত্মতুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ঠিকই, রাজ্যের শিল্প কিন্তু তখন জঙ্গি আন্দোলনের জেরে বিএফআইআর'এর লালবাতি দেখতেই মশগুল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শ্রমিক সংগঠনের জঙ্গি আন্দোলনের পায়ে শিকল পরিয়ে কেন্দ্রের অধীশ্বর মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে উন্মুখ হয়েছিলেন ঠিকই। বিনিময়ে রাজ্য ভেট পেয়েছিল মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বেশ কিছু পুঁজি নিবেশ। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কেন্দ্রীয় প্রকল্প লাগুতেও দিল্লি ধীরে ধীরে উদার হতে শুরু করে। কিন্তু কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাগ্যে লেখা রয়েছে বিধি বাম। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নিজেরই বাম দল বুদ্ধদেববাবুর এই দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কে তলায় তলায় মেনে নিতে পারেনি পার্টির আইডিওলজির কারণে। আসলে এযাবৎ বাম জমানার শেষতম মুখ্যমন্ত্রী কোনও কালেই দলীয় শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাননি বহু মতফারাক থাকলেও।

এরপরই প্রায় দেড় দশকের কাছাকাছি রাজ্যে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও রাজ্যের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বিরাজমান রয়েছেন। ফেডারেল স্ট্রাকচার বিপন্নতার যে বীজ জ্যোতি বসু প্রথম পরিপূর্ণ ভাবে রোপণ করেছিলেন তার কফিনে শেষতম চূড়ান্ত পেরেকটি পুঁতে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতিবাবুর মুখের কথা 'কেন্দ্রের দোষ' অনেকটা ক্যাচ লুফে নেওয়ার মতো করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মুখে একটাই ডায়ালগ বাংলার অস্মিতাকে কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। তা হলো, 'গুজরাটি চক্রান্ত।' কেন্দ্রের তরফে বিভিন্ন গঠনমূলক ইস্যুতে রাজ্যকে আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানালেও নবান্ন যেন সেই ঘাড় কাৎ কাৎ নীতি সমানে চালিয়ে যাচ্ছে নীল সাদা ছোপের একক ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশবর্তীতে।

ফলে রাজ্যের অপ্রাপ্তির তালিকা যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে। খাতায় কলমে তথ্যে জাগলারিতে রাজ্যে উন্নয়ণের সুনামি ঘটলেও রাজ্যে শিল্পজাত বিনিয়োগ এখন তো রেকর্ড তলানিতে এসে ঠেকেছে। একশো দিনের কাজের অর্থ বরাদ্দ বন্ধ। গরীবদের জন্য কেন্দ্রীয় আবাস প্রকল্প থেকে শুরু করে রাস্তা নির্মাণ সহ প্রায় সবকটি দিল্লির তরফের তহবিলে যেন বৈশাখের তীব্র খরা সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি রাজ্যের মূল কোষাগারে অর্থ ভান্ডারের ক্ষয়িষ্ণু চেহারাটা যেন সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষকে বারংবার প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আক্ষরিক অর্থেই বর্তমান বাংলায় উন্নয়ন হলো রাজার দুয়োরানির মতো অসম্ভব রকমের উপেক্ষিত। বহু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আজ ঠারেঠরে বলে থাকেন, আজকের বাংলা যে করুণ অবস্থার সাক্ষ্য হয়ে উঠেছে, তা আগে কখনই এমন নেতিবাচক পন্থায় পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি তাঁরা একাধিক স্যোশাল মিডিয়ায় হামেশাই সোচ্চার হোন এই মন্তব্য করে যে, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ত্রিপুরার মতো মেজোভাই সেজোভাই প্রদেশগুলোও কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আজকাল নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে সম্প্রতি সদা ব্যস্ত। অথচ পূর্ব ভারতের একদা প্রধান করিডর পশ্চিমবঙ্গ এখন যেন নিজেই নিজের স্বার্থ সুরক্ষা করতে ভুলে গেছে স্রেফ রাজনৈতিক ইগোর ব্যক্তি কারণে।

তবুও রাজ্যের অনুন্নয়ের এই ক্রমশঃ অধঃপতনের যুগেও কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কে এক নতুনতর অভিনব পালক পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে সম্প্রতি শোভিত হয়েছে বেশ রাখঢাক ঘুড়ঘুড় না করেই। তা কেমন? তা কেমন? আরে বাবা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সেটি হলো 'অহং আইন অহং সংবিধান।' প্রচারের সৌজন্যে অবশ্যই চৌত্রিশ বর্ষীয় বঙ্গ কালসাপ সিপিএম। অবশ্য অধুনা সিংহভাগ রাজ্যবাসীও এই নয়া বঙ্গজ তত্ত্বকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে এখনই নারাজ। তাঁদের মতে, যা রটে তা কিছুটা তো বটে। তা এমনতর অদ্ভুতুড়ে বং তত্ত্বের ফসল হলো এমন এক উদ্ভাবনীয় হাতে হাত মিলি মিলি মিলমিশ, যার ভিত্তি হলো, একপক্ষ বিরোধিতার নেতৃত্বে থেকেও ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকাবে আর সংসদে দরকারে ওয়াকআউট করবে। অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, রাজ্যের যাবতীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন এজেন্সি দিয়ে তদন্ত করালেও মাথার চুলটি কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে আদৌ ছোঁবে না। তাতে জনগণ তোরা যে যা বলিস ভাই, নবান্নের উদ্ভট নিজস্ব আইন নিজস্ব সংবিধান চাই। উফ্ কি মারকাটারি প্রশাসন বলো তো বস্। এক্কেবারে গুলগুল্লা গুলগুলগুল্লা হাম খুশ তুম খুশ মার্কায়। আহা এ যেন অবাক করা এআই যুগের আল্ট্রা ট্রেন্ডি বঙ্গীয় ফেডারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তবু প্রশ্নগুলো কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বান্দার বেয়াদপি মাফ করবেন ভুল প্রশ্ন করলে। আচ্ছা এই বঙ্গজ ফেডারেল সিস্টেম সম্পর্ক গণতন্ত্রকামী রাজবাসীর কোন উন্নয়ণের কাজে আসছে? আর কেন্দ্রীয় কর্তাদের কি কোনও দায় নেই এই বঙ্গের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়? কি চলছে এসব? কার স্বার্থে এসব উদার নির্লজ্জতা? দেশ বা রাজ্যের স্বার্থ কি অলয়েজ মাই ফুট?

চুপ চুপ যতসব উজবুকের দল। তোমরা কি এখনও বুঝে উঠতে পারোনি, এই বঙ্গজ প্রজাতান্ত্রিক ভূমির নিজস্ব ঘরাণার সংবিধানকে। বৎস্য, এখানে যে সততার প্রতীকের মুখের কথাই ঘরোয়া আইন। উনার মনের ইচ্ছাই প্রাদেশিক সংবিধান। উনার নির্দেশই এখানকার আকাশে বাতাসে লাগু সর্বশেষ ফেডারেল সিস্টেম। জয় হো জয় বাংলা।

আনন্দকথা

রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হল, দুজনে ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচি আর মেটে না। (উচ্চহাস্য)

''আপনার লোক তা এরূপ হয়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। মার মঙ্গল, আর মেয়ের মঙ্গল যেন দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে; আবার ওর একটি দরকার। (সকলের হাস্য) তবে এ-সব চাই। যদি বল ভগবান নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কি দরকার? জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। (সকলের হাস্য) জটিলে-কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না। (উচ্চহাস্য)

''রামানুজ বিশিষ্ট্যদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরুশিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।''

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে বোনেদের আত্মরক্ষার্থে ভাইফোঁটায় ত্রিশূল উপহার দাদার

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: ভাইফোঁটার দিন ভাই বোনেদেরকে ফোঁটা দিয়ে ত্রিশূল উপহার দিলেন আরামবাগে। যখন রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এমন পরিস্থিতিতে আরামবাগের বিজেপি নেতার এই বোন ফোঁটার আয়োজন এক অন্য মাত্রা পায়। ১৯ জন বোনের বাড়ি গিয়ে ফোঁটা দিলেন আরামবাগের বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক বোনকে তিনি উপহার দেন একটি করে প্রতীকী খঞ্জা বা ত্রিশূল। এটি সমাজে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক। উল্লেখ্য, ত্রিশূল শুধু অস্ত্র নয়, সাহসের প্রতীক এটা। এ প্রসঙ্গে, বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, 'বোনেদের ফোঁটা দেওয়ার পর বোনেদের প্রতি দাদার একটা কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকে, বর্তমানে যে সরকার চলছে, তাতে শুধু প্রতিটি বোনেরা কেন, সাধারণ মানুষেরও নিরাপত্তা নেই। আমাদের রাজ্যে কেউ সুরক্ষিত নয়, আর জি কর থেকে শুরু করে দুর্গাপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় বোনেরাই নির্যাতিত হচ্ছে এবং সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে শাসকদলের মদত আছে। আমরা ঠিক করেছি ওয়ার্ডের তরফ থেকে বোনেদের পাশে থাকব, প্রকৃত দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব। এটা আমরা দু'বছর শুরু করেছি। এ বছর আমরা ১৯টি ওয়ার্ডের বোনেদের বাড়িতে গিয়েছি। গেরুয়া সিঁদুরের পাশাপাশি একটি করে ত্রিশূল দিয়েছি। বর্তমানে রাজ্যে যা পরিস্থিতি সেই কথা ভেবে নিজের জীবন নিজেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। এই ত্রিশূল কোনো হিংসার প্রতীক নয়। এটি সাহস, শৃঙ্খলা আর ন্যায়ের প্রতীক। সমাজে যত অশুভ শক্তি আছে, যত দুষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তাদের দমন করার জন্যই এই প্রতীকী ত্রিশূলের দান।' অন্যদিকে বিশ্বজিৎ ঘোষের এই উদ্যোগে খুশি 'বোনেরা'। অনেকেই জানান, ভাই হিসেবে এমন কাউন্সিলর পেয়ে আমরা গর্বিত। তিনি শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তি নন, ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের পাশে থাকেন কাউন্সিলর।

বিজেপি হল বাংলা জ্বালাও এবং পুঁজিবাদী পার্টি: সায়নী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: কলকাতায় দুর্গাপুজোর পরে বড় বড় পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে কার্নিভালের সূচনা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা বিশ্বের দরবারে একটা জায়গা করে নিয়েছে। সেই পুজো কার্নিভাল দেখতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে সাধারণ মানুষ ছুটে আসেন প্রতিবছর কলকাতায়। সেই একই ধরনের ভিন্ন এক কার্নিভাল এবার আসছে বুদবুদের কোটা গ্রামে।

গত প্রায় কয়েকশো বছর ধরে পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদের কোটা গ্রামে, কালীপুজোর পর ভাইফোঁটার দিন বুদবুদের কোটা গ্রামে মন্দির ও বিভিন্নজনের বাড়িতে হরগৌরী এবং শিবের পুজোর আয়োজন হয়। সেই সমস্ত দেব দেবীদের গ্রামের একটি জলাশয়ে ভেলায় চাপিয়ে গোটা জলাশয় প্রদক্ষিণ করানোর রেওয়াজ চলে আসছে গত কয়েকশো বছর ধরে। ভাইফোঁটার দিন বিকেল থেকে শুরু হয় এই ভেলা ভাসা অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা হলেই সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি ওই জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। পাশাপাশি কোটা গ্রামে যে সমস্ত জায়গায় কালীপুজো হয়, সেই সমস্ত দেবী কালীর প্রতিমাও পুকুর পাড়ে নিয়ে আসা হয় বিসর্জনের জন্য। ভেলা ভাসা অনুষ্ঠানকে ঘিরে জলাশয়-এর পাড়ে বসে মেলা। মেলা চলে তার দিন ধরে। ভেলা ভাসা দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ ভিড় করেন। হিন্দু, মুসলিম-সহ সকল ধর্মের মানুষ এই মেলায় যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় এসে তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিজেপি হল বাংলা জ্বালাও পার্টি,বিজেপি হিন্দুদের নয়, আবার মুসলমানদেরও নয়। যে মতুয়ারা শান্তনু ঠাকুরের হাত ধরে বিজেপির ওপর আস্থা রেখেছিলেন, তাদের ভাঁওতাগুলি শুনে, তাঁরা এখন বুঝতে পারছেন এসআইআর এবং এনআরসির নাম করে বিজেপি একটা জঘন্য এবং নিকৃষ্টতম চক্রান্ত করছে। তারমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে প্রত্যেকেই। আসামে যখন এনআরসি হয়েছিল তখন বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল। এখনো তাঁরা ডিটেনশন ক্যাম্পে রয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি বাংলা নয়, বিজেপি শুধু পুঁজিবাদীদের। অর্থাৎ আদানি, আম্বানিদের। খেটে খাওয়া গরীব মানুষদের সাথে নেই বিজেপি। তারা শুধু ধনী ব্যক্তিদের সাথেই রয়েছে। শুধুমাত্র নিজেদের আখের গোছানোর জন্য।' এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মেলার সূচনার পর বাউল গান গেয়ে সকলের মন জয় করেন সায়নী।

সীমান্তে প্রায় ২ কোটি মূল্যের সোনার বিস্কুট-সহ আটক ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: কালো পলিথিনের ব্যাগে বিপুল পরিমাণে সোনার বিস্কুট নিয়ে আটক নাবালক ছাত্র। বাজেয়াপ্ত সোনার বাজার মূল্য ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের দাবি, বাবা ও মা-এর নির্দেশে সে এই কাজ করেছে। সে জানতোই না পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে কী আছে। স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মা এর ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ ও স্বরূপনগর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারি হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত ও বাংলাদেশের দোহারকান্দা সীমান্তে। বছর বারোর নাবালক ওই যুবক ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। জানা গিয়েছে, বাবা রাহুল মোল্লা, মা সারবিনা মোল্লা ছেলেকে কালো পলিথিনের ব্যাগটি সীমান্তের ১৭ নম্বর পয়েন্টের ধান ক্ষেতে রেখে আসতে বলেন। তাঁদের কথা মতো ব্যাগটি সে সেখানে রেখে আসতে যায়। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা ওই সময় পেট্রোলিং করছিলেন। ওই নাবালক ছাত্র যখন ব্যাগটি রেখে পালানোর চেষ্টা করে তাকে হাতেনাতে ধরে বিএসএফ। তাকে ধান ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে যায়, গিয়ে দেখে কালো পলিথিনের একটি ব্যাগ। যার মধ্যে ১১ পিস সোনার বিস্কুট, ওজন ১ কেজি ২৮৬ গ্রাম, বাজার মূল্য ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। ধৃত ছাত্র ও উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলো তেতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিএসএফ ও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খানাকুলে বিপদজনক কাঠের সেতু নিয়ে উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভয়ঙ্কর বন্যার জেরে আরামবাগের মায়াপুর থেকে গড়েরঘাট রাজ্য সড়কের পাশে অরোরা খালের উপর তৈরি কাঠের সেতুগুলি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে সেতুর একাংশ ভাঙা থাকলেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এলাকার মানুষ যাতায়াত করছেন। কিন্তু প্রশাসন শীত ঘুমে আছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাই একপ্রকার নিরুপায় হয়েই ওই সব ভাঙা কাঠের সেতু দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। জানা গেছে, চলতি বছরে বন্যার জন্য অড়োরা খালের উপর বলাইচক বেহালাপাড়া ও সাইমোনাতে তিনটি কাঠের সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ে। বেশ কয়েক মাস কেটে গেলেও, সেতুগুলি মেরামত বা নতুন করে তৈরি করার কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। অথচ স্থানীয় মানুষ বিপদজনক ভাবে চলাচল করছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চ মাসে সেতুর গার্ডওয়াল না-থাকায় সেতু থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। এই দুর্ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না-হয় সেই জন্য দ্রুত ওই কাঠের সেতুগুলির সংস্কারের দাবি তুলছে স্থানীয়রা। এই বিষয়ে এক ছাত্রী তনয়া ঘটক বলেন, 'যেকোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে সেতুটি। নতুন সেতুর প্রয়োজন।' গণেশ বাজারের বাসিন্দা তন্ময় ঘোষ বলেন,'বহু মানুষ এই ভাঙা কাঠের সেতু দিয়ে যাতায়াত করছে। চাষিরা আতঙ্কিত হয়ে আছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত সংস্কার করা।' অপরদিকে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মিন্টু পাল বলেন, 'গত বন্যায় কাঠের ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে ওই দুটি কাঠের সেতু সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। তালিকার একেবারে প্রথমেই ওই দুটি সেতু সংস্কারের জন্য নাম রয়েছে। আশা করি খুব দ্রুত সংস্কার হয়ে যাবে।' আরামবাগের এক নম্বর অঞ্চল প্রধান তেকদির খাতুনের স্বামী তথা তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ইবাল সাহেব বলেন, 'এখন পুজোর ছুটি চলছে। সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে। পঞ্চায়েতে যে লোর পর কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।' কিন্তু তার আগে বিপদ ঘটলে তার দায় কে নেবে? বন্যার এতদিন পর কেটে গেল কেন কাঠের সেতু সংস্কার হলো না? উঠছে প্রশ্ন। সবমিলিয়ে এখন দেখার প্রশাসন মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে ওই তিনটি কাঠের সেতু কবে সংস্কার করে।

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION WEST BENGAL

KRETA SURAKSHA BHAWAN (Ground Floor), 11A, Mirza Ghalib Street, Kolkata-700087

NOTICE

To
1. Sri Subrata Dey, son of Late Satya Ranjan Dey
2. Miss Sabita Dey, daughter of Late Satya Ranjan Dey
3. Smt. Anita Dey, wife of Late Shyamal Dey
4. Miss Sumi Dey, daughter of Late Shyamal Dey
5. Smt. Moumita Saha, daughter of Late Sanjib Dey and wife of Sri Kalu Saha and all legal heirs of Late Parul Rani Dey.

All are residing at 1/3, Jatin Das Nagar, P.O. and P.S. - Belgharia, District - North 24 Parganas, Kolkata-700056.

Whereas, Sri Bilash Mohan Baidya and Smt. Bidisha Dutta (Baidya) have instituted a Complaint Case being No. SC/19/CC/647/2017 (old no. C.C. No. 647/2017) against you.

Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench-III of this commission in person or by a pleader or by authorized representative on the 3rd day of November 2025 at 10.30 O'clock in the fore noon failing which the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on the Commission, this 24th day of September, 2025.

By order
Sd/-
Registrar

চন্দননগরের যুবতীর দেহ উদ্ধার হল শ্রীরামপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগরের নিখোঁজ যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার হল হুগলির শ্রীরামপুরে। আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনায় দোকানের মালিকের স্ত্রী'কে আটক করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, দু'দিন আগেই নিখোঁজ হয়ে যান যুবতী। চন্দননগরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে জানতে পারে পুলিশ। তারপর থেকেই চলছিল খোঁজ। শেষ পর্যন্ত ভাইফোঁটার দিন উদ্ধার হল যুবতীর দেহ। চন্দননগরের বউবাজার এলাকার বাসিন্দা মনামি ঘোষের বয়স ২৫ বছর। চন্দননগরের বাগবাজারে একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন তিনি। কর্মক্ষেত্রে হেনস্থার জেরে মানসিক অবসাদে মনামি নদীতে ঝাঁপ দেন বলে অভিযোগ করেছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। গত মঙ্গলবার বেলা ১২টা নাগাদ গঙ্গায় ঝাঁপ দেন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই দিন চন্দননগর বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তারপর একটি চিঠি লিখেন, সেটি মোবাইল চাপা দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঁতার জানতেন না ওই যুবতী, ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে যান। তাঁর খোঁজে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নামে। স্পিড বোট ও ডুবুরিও নামানো হয় নদীতে। দু'দিন ধরে চলে তল্লাশি। অবশেষে শ্রীরামপুরের গঙ্গার ঘাট থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পাশাপাশি চন্দননগর থানায় একটি মামলা রুজু করে পুলিশ। যুবতীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, চন্দননগরের বউবাজার শীতলাতলার বাসিন্দা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ে আগে সম্পন্ন হয়েছে মনামির। আগামী বছরের ২ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তাঁর। এমন একটি ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

বৃহস্পতিবার সিঙ্গুরে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার দিদি ও বোনেরা ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ভাইফোঁটা দিলেন। *ছবি: বনস্পতি দে*

মায়াপুর ইসকনে দীপদান উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সন্ধ্যা হলেই অসংখ্য ভক্তদের হাতে জ্বলে ওঠে শত শত দীপ। আর এভাবেই লক্ষ্মী পুজোর দিন থেকে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দিরে চলছে দীপদান উৎসব। গোটা কার্তিক মাসব্যাপী এই উৎসব চলবে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর-সহ বিশ্বের সমস্ত শাখা কেন্দ্রে। একই সঙ্গে সন্ধ্যায় চলে দামোদর অষ্টকম মন্ত্র পাঠ। মায়াপুর ইসকনের দেশি ও বিদেশী অসংখ্য ভক্তরা সন্ধ্যা হলেই ভিড় জামান মন্দিরে। হাতে প্রদীপ নিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে আরতি করা হয়। আর এই দীপদান উৎসব উপলক্ষে দামোদর মাসে হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি ভক্তের সমাগম ঘটে এই চত্বরে। সন্ধ্যা হলেই মন্দিরের সমস্ত লাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়। আর তখনই সকলের হাতে জ্বলে ওঠে প্রদীপ। সকলের মনস্কামনা পূর্ণার্থে দামোদর মাসে এই দীপদান করে থাকেন মায়াপুর ইসকনের ভক্ত ছাড়াও অসংখ্য সাধারণ মানুষ। দীপদান উৎসবের বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, 'লক্ষ্মী পুজোর দিন থেকে শুরু হয় এই দ্বীপদান উৎসব। চলে রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত।

শ্যামপুরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: বৃহস্পতিবার হাওড়া শ্যামপুরের নারিকেলবার পূর্ব ও আলপিনা পশ্চিমপাড়া মিলন মন্দির আয়োজিত কালীপুজোর প্রাঙ্গণে হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। শ্যামপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিযোগিরা এসেছিল। প্রতিযোগিতা শেষে বিচার পর্বের জন্য বেশ কিছুটা সময় ছিল। সেই সময় হৈচৈ না করে ভাইফোঁটার আবেদন জানায় এক শিশু প্রতিযোগী। খুদে প্রতিযোগীর বায়না মেটাতে আয়োজন করা হয় সকল প্রতিযোগীদের নিয়ে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। বিষয়টি নিয়ে পুজো উদ্যোক্তা সমরেশ পাল জানান, 'এবারের পুজোয় ওই শিশুটির হাসিটাই আমাদের পাওয়া।'

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)

রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০

CIN NO : L74300WB1983PLC036342

টেলি নং : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/ ৭৪০২

ইমেল : ncml@nexomegroup.com, cs.smifs@gmail.com **ওয়েবসাইট :** www.nexomecap.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজারস রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭ এবং রেগুলেশন ২৯ সংস্থান অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদনের জন্য কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪.৩০টায় কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত নোটিশ পাওয়া যাবে কোম্পানির www.nexomecap.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে ।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
স্বা/-
(কিশোর শাহ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.১০.২০২৫

এসবিআই, এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২) — **ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, - হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী ত্রিদিব মুখার্জী, মোঃ- ৯৪৩৫৭৩১৪৪২, ই-মেল আইডি: sbi.16822@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) /বন্ধকদাতা (গণ) -কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি, যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা আছে, এবং যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিশদভাবে উল্লেখিত) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ২৫.১১.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	দলিল জমা দিয়ে বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি- ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ-
১.	**শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং,** পিতা- সুদামা সিং এবং **শ্রীমতী শ্বেতা সিং,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং, ফ্ল্যাট ৫০৬, ব্লক-বি, **ঋত্বিকা রেসিডেন্সি,** তপন মিত্র সরণি, পূর্বাচল, কলকাতা- ৭০০১৩৬ এবং এমপ্লয়ি আইডি ১১৫০৬-জেড, ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, শ্রাচি বিল্ডিং, নিউটাউন, রাজারহাট, কলকাতা- ৭০০১৬১।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা '৫০৬' নম্বর ফ্ল্যাট হিসাবে পঞ্চম ফ্লোরে 'ব্লক-বি'-তে অবস্থিত একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ টাইলস ফ্লোরিং-যুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১০০৮৪ (এক হাজার চুরাশি) বর্গফুট,** কিঞ্চিৎ কম বা বেশি হতে পারে। এতে রয়েছে তিনটি বেডরুম, একটি ড্রইং-কাম-ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, যা উল্লিখিত **'ঋত্বিকা রেসিডেন্সি'** নামক বিল্ডিং কমপ্লেক্সে অবস্থিত যার অবস্থান- পূর্বাচল, তেঁতুলতলা, ডাকঘর আর. গোপালপুর, থানা এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০১৩৬, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট চিহ্নিত ও সংযুক্তিকৃত **৩১ (একত্রিশ)**	৩০,৬৫,২৮৯.০০/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশত ঊননব্বই টাকা মাত্র) ০৪.০৮.২০২৫ তারিখের হিসাবে, এছাড়াও তদুপরি হালনাগাদ অনাদায়ী সুদ সহ পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ।	৩২,৭৩,০০০/- টাকা ৩,২৭,৩০০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা **পরিদর্শনের তারিখ ১৯.১১.২০২৫** **দখলের ধরন বাস্তবিক**

কাঠা ২ (দুই) ছটাক ১০ (দশ) বর্গফুট, কিঞ্চিৎ কম বা বেশি (দলিল অনুসারে), তবে বাস্তবিক পরিমাপ অনুসারে **৩০ (ত্রিশ) কাঠা ০ (শূন্য) ছটাক ১৫ (পনেরো) বর্গফুট,** কিঞ্চিৎ কম বা বেশি জমির উপর অবস্থিত। যার অবস্থান-মৌজা- গোপালপুর। জে.এল নং ২, রে. সা. নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫বি/১, ২৯৯৮, পরগনা কলিকাতা, থানা এয়ারপোর্ট। সি.এস. দাগ নং- ৩৪৫৬, আর.এস./এল.আর. দাগ নং- ২৪৬৪। সি.এস. খতিয়ান নং- ১৫৯৭, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৬৯২। এল.আর. খতিয়ান নং- ৩২৬৫, ২৭০৮, ৩১৩৬, ২৮৬৬, ২৯০৭/১, ২৭৮২, ৩২২৮, ৬৬০৩, ৬৬০৪, ৪৫১১, ৪৫১২, ৮৫৬৩। এ.ডি.এস.আর.ও. বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি-র অধীনে, পূর্বে রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, হোল্ডিং নং আরজিএম- ৫/৫৮, ব্লক-এইচ, ওয়ার্ড নং ৫-এ ছিল, বর্তমানে বিধাননগর পৌর কর্পোরেশন-এর স্থানীয় সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ৪-এ অবস্থিত। (পূর্বাচল, তেঁতুলতলা) ডাকঘর আর. গোপালপুর, কলকাতা-৭০০ ১৩৬, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

স্বত্ব দলিলটি বুক-১, ভলিউম নং-১৯০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৫০৩৩৬ থেকে ৪৫০৩৮৮, বিয়িং নং- ১৯০৪১১৫৩৫, সাল ২০১৮-তে নিবন্ধিত।

সম্পত্তিটি শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং পিতা সুধামা সিং এবং শ্রীমতি শ্বেতা সিং স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং-এর নামে রয়েছে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে- দেবব্রত রায়, গৌর চন্দ্র দাস, দিলীপ দত্ত ও অন্যান্যদের বাড়ি। **দক্ষিণে-** ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা (পূর্বাচল, তেঁতুলতলা)। **পূর্বে-** মালা ঘোষ, প্রবীর ঘোষ ও অন্যান্যদের বাড়ি। **পশ্চিমে-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা (পূর্বাচল, তেঁতুলতলা)।

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক- https://BAANKNET.com দেখুন ।

খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন

ইচ্ছুক দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অকশনে যোগ দেওয়ার আগে নিয়ম ও শর্তাবলী ভালভাবে দেখে নিতে ।

তারিখ: ২৪.১০.২০২৫
স্থান: রাজারহাট, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা — **ই-নিলাম নোটিশ**

'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ : ২০.১১.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২০.১১.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৩৮,৭২,০০,০০০ টাকা (আটত্রিশ কোটি বাহাত্তর লাখ) এবং ৩১.০৩.২০১২ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **কে কে এন রাইস মিল প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস** ৬০বি, চৌরঙ্গি রোড, মুখার্জি এস্টেট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী কৌশিক কুমার নাথ,** ঠিকানা ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **খ) শ্রীমতী মনীষা নাথ,** ঠিকানা ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ কাছ থেকে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.১১.২০২৫ এবং সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তির বিস্তারিত : ফ্ল্যাট নং ২/এ (দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে) পরিমাপ ৬৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৩য়তলে, ভবনের নাম "শ্রীমা", ৯৫৮, পূর্বাচল রোড, ওয়ার্ড নং ১০৬, থানা : কসবা, কলকাতা- ৭০০০৭৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	১৮,০০,০০০.০০ টাকা	১,৮০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ২৫,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৪.১০.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা — **ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.১১.২০২৫
সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১১.১১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৮৪,৭২,৯৭৫.২১ টাকা (চুরাশি লাখ বাহাত্তর হাজার নশো পঁচাত্তর টাকা এবং একুশ পয়সা) ২৫.০১.২০২৪ পর্যন্ত** হিসেবকৃত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স সাহা ট্রেডারস,** ১১/১, বিলধার লেন, খাগড়া, বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০৩ কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য : **২৫,৮৬,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **২,৫৮,৬০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, মৌজা : খাগড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেএল নং ৯৭, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, খতিয়ান নং সাবেক-২২৮, এলআর নং ৪২৯০,প্লট নং সাবেক -১৭৯০, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২৪ , শ্রেণি-বাড়ি, **মোট এরিয়া -০.০২ একর, স্বত্ব দলিল নং ১-৭৫৩৬-১৯৭২ সালের,** পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে ২০৯, ভল্যুম নং ১০৮, এসআরও বহরমপুর।

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী :- প্রীতি রানি সাহা, চৌহদ্দি :- উত্তরে : শান্তি দেবী ঠাকুরের ভবন, **দক্ষিণে :** বিমল কর্মকার এর ভবন, **পূর্বে :** যোগেশ মজুমদার এর ভবন, **পশ্চিম :** সড়ক।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.১১.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১১.১১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৭৯,১১,৩৬৯.০০ টাকা (এক কোটি উনআশি লাখ এগার হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা)** ০৪.০১.২০১৭ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নীলেশ দোশী এবং শ্রীমতি অমি দোশী ঠিকানা** - ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য **১,৩০,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১৩,০০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১,০০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি অবস্থিত মৌজা : জগন্নাথপুর, সোনারপুর, জমির এরিয়া ২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ৮৭৬,আরএস দাগ নং ৩০৭, জেএল নং ৫১, আরএস নং ৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৩, মিশন পল্লি রোড, ওয়ার্ড নং ০৮, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫০,উল্লেখ্য দলিলনং ১-২৬৯৫-২০০৭ সালের তারিখ ১৫.০৩.২০০৭, সম্পত্তি শ্রীমতি অমি দোশী এবং শ্রী নীলেশ দোশী এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩০৭, পূর্বে : প্লট দাগ নং ৩০৭, পশ্চিমে : আনসার আলি শেখ এর প্লট ।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.১১.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১১.১১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩১,০১,০৮৫.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ এক হাজার পঁচাশি টাকা)** ৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী অমিত কুমার শাউ, পিতা শ্রী জয়প্রকাশ শাউ, ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থ তল, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, আলম বাজার, কলকাতা - ৭০০০৫৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি-এ, ১ম তল, "বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট", মৌজা - হাতিয়ারা, থানা - রাজারহাট, পো. বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৫ কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য **১৪,৬৮,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৪৬,৮০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-এ, একতলায়, (১৫ বছরের পুরানো জি-৩ তলা ভবনে), লিফট ব্যতীত ভবনের পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮০ বর্গফুট এবং যথাযথ জমির ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবন কমপ্লেক্স নাম বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত মৌজা : হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৩, সিএস খতিয়ান নং ১১০৮, সিএস দাগ নং ১১০৩, আরএস দাগ নং ১১৫৭, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধাননগর সল্ট লেক সিটি, বর্তমানে রাজারহাট, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৫এফ, ব্লক -এইচ/বি, হাতিয়ারা রোড, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং (নতুন) ২০ (পুরানো) ১১, বর্তমানে বিধাননগর পুরসভা অধীন (লিফট ব্যতীত এবং এই ভবনে লিফটের কোনও সংস্থান নেই)।

স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ২৭৮৪৪৭ থেকে ২৭৮৪৭৯, দলিল নং ১৯০৪০৪৭৭৭-২০২০ সালের। **সম্পত্তি শ্রী অমিত শাউ এর নামে।**

সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে : অংশ আরএস দাগ নং ১১৫৭, দক্ষিণে : সখী চরণ শর্মার জমি, পূর্বে : কে এল পাল মার্কেট, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া মেটাল পুরসভা রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.১১.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ৪

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১১.১১.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,২৯,১৩,৫১২.০০ টাকা (তেরো কোটি উনত্রিশ লাখ তেরো হাজার পাঁচশ বারো টাকা) ০৯.০৩.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যালায়ড ব্যাপার প্রা. লি.** ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা - ৭০০০০১ **এবং** ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেকা,** স্বামী কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, **শ্রী রাজেশ সুরেকা,** পিতা কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, **উভয়ের ঠিকানা** - ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য ৭৬,০০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা : ৭,৬০,০০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি পরিমাপ ৩৬ ডেসিমেল (১৮ ডেসিমেল- ১৮ ডেসিমেল), মৌজা : চন্দনহাটি, জেএল নং ১০৪, দাগ নং অংশ ১৬৯, খতিয়ান নং আরএস ৭২ এবং এলআর -৯০ এবং ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামনমুড়া, অবস্থিত উত্তর দিকে-বামনমুড়া মেন রোড এবং প্রবেশ করা যায় ৮ ফুট চওড়া পথ দিয়ে।)।

স্বত্ব দলিল নং ০০৫১১-২০১৩ সালের (সংশোধিত **দলিল নং ০১১২০ -২০১৩ সালের**) এবং **দলিল নং ১২৬২৯/২০১২** এবং ঘোষিত **দলিল ১৪৩৭৭/২০১২। (স্বত্বাধিকারী মেসার্স অ্যালায়াড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।**

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ) মৌজা : চন্দনহাটি, দক্ষিণে : অংশত প্রাইভেট রোড এবং অংশত অবশিষ্ট অংশ আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ) মৌজা চন্দনহাটি, পূর্বে : আরএস দাগ নং ১৭০, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.১১.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৪.১০.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সিউড়ি ডাঙালপাড়ায় মহিলা পরিচালিত শ্যামাপুজো।

মেন্টাল হাসপাতালে রোগীদের আচরণকে থিম করে কালীপুজোয় চমক সিউড়ি সমন্বয়পল্লি সর্বেশ্বর কালী মন্দিরে।

সিউড়ি সংহতি পল্লির সর্বজনীন কালী মন্দিরে ভূতের ডেরায় এক শিশু।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৭.১১.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ১০ শতাংশ ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মনোজ সরকার,** পিতা মন্টু সরকার, **পিংকি কুমারী (প্রয়াত পুতুল সরকারের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা মন্টু সরকার, **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং এফ-সি, দোতলা, হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা,থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-সি, পরিমাপ ৮৬১ বর্গফুট দোতলায় , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক বাথ তথা প্রিভি, এক ডব্লুসি, এক বারান্দা, হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা :মেদান মোল্লা, আরএস খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০, এবং ১২৩৬, আরএস দাগ নং ৫২৪, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি** পূর্বে : ফ্ল্যাট এ, পশ্চিমে : সাধারণ স্পেস, উত্তরে : ফ্ল্যাট ডি, দক্ষিণে : সাধারণ স্পেস। **সম্পত্তি পুতুল সরকার এবং মনোজ সরকারের নামে। উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৭২৮০ -২০১৮ সালের।** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অ্যাসিওরেন্স-১, কলকাতা অফিস সমীপে। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত**	২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার দুশো উনিশ টাকা) ৩১.০৭.২০২৪ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	২৬,১৯,০০০.০০ টাকা ২,৬১,৯০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগ ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২০.১১.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৪.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

যূনিয়ন বैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम **Union Bank of India** A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
কর্মরত : যমুনা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১
ই-মেল: ubin0554731@unionbankofindia.bank

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-অকশন (সারফেসি আইন অধীনে)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **১৪.১১.২০২৫** তারিখে বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি **'অনলাইন ই-অকশন'** বিক্রি করা হবে **ওয়েবসাইট https://baanknet.com** এবং **বাঙ্কনেট ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০টা
বিড / ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ই-অকশন শুরু বা তার আগে
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার বাঙ্কনেট ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) সম্পত্তির বিবরণ গ) মালিক/গণের নাম ঘ) সম্পত্তি আইডি (বাঙ্কনেট পোর্টালে ইতিমধ্যে আপলোড করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাকের বর্ধিতকরণ এবং ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ	ব্যাঙ্ক / এসএ / বিচারাধীন মামলা যদি থাকে তবে তার দায়বদ্ধতা প্রতীকী/বাস্তবিক দখল
১.	ক) মেসার্স সান এন্টারপ্রাইজেস **খ) সম্পত্তি:** ডি/২ প্লটে অবস্থিত জমি যার পরিমাপ ৩ কাঠা ১ ছটাক ২৫ বর্গফুট, প্লট ডি/২, মৌজা-গাঁতি, জে. এল., এল. আর. ও আর. এস. দাগ নং ৩৮২, আর.এস. খতিয়ান ২৭১ বর্তমান এল. আর. খতিয়ান নং ৩৬৭, ১৯, ২২০, ২৯৫, ১১২ ও ৩৯৮, পো.অ.- গঙ্গানগর, থানা -এয়ারপোর্ট-এর অধীনে, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১, সল্ট লেক, জেলা - ২৪ পরগণা (উঃ), পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতী মধুমিতা ঘোষের সম্পত্তি। চৌহদ্দি:-** উত্তরে- প্লট ডি/১ দ্বারা, দক্ষিণে- প্লট ই, ই/২ এবং ৬ ফুট সাধারণ পথ দ্বারা, পূর্বে- প্লট ডি দ্বারা, পশ্চিমে- আর.এস. দাগ নং ৮২৭ দ্বারা। গ) শ্রীমতী মধুমিতা ঘোষ ঘ) UBINKOLARB0913	ক) ৯,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ৯৭,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **৯,৭৫০.০০ টাকা**	৩০,০৫,৫২২.৪৬ টাকা (ত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত বাইশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) **৩১.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই **প্রতীকী দখল**
২.	ক) শম্ভু রায় **খ) সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল দোতলা আবাসিক ভবন যার পরিমাপ ২৫৫.৬৯ বর্গ মিটার, ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৬ বর্গফুট বা কমবেশি পরিমাপের প্লটে অবস্থিত, মৌজা - তালবান্দা, থানা - নিউ ব্যারাকপুর (পূর্বতন খড়দহ), জে. এল. নং ২৮, এলওপি নং ৮৩, সি. এস. দাগ নং ৫৭৮, ৫৭৯ বিলকান্দা নং ০২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা। কলকাতা - ৭০০১১০। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- সাধারণ পথ দ্বারা, দক্ষিণে- গ্রামের পুকুর দ্বারা, পূর্বে- শ্রী নীরেন বিশ্বাসের বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে- রাস্তা দ্বারা। গ) শম্ভু রায় ঘ) UBINKOLARB02912	ক) ১৯,৮০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯৮,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **১৯,৮০০.০০ টাকা**	৩৬,৫২,৯১১.০০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শত এগারো টাকা মাত্র) **৩০.০৬.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই **প্রতীকী দখল**
৩.	ক) মেসার্স রাহুল প্লাইউড সেন্টার **খ) সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩য় ফ্লোরের মোট এলাকা ৩৫৫০ বর্গ ফুট, যা জি+৩ তলা আরসিসি ফ্রেম কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিংয়ে অবস্থিত, ১১৮, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, পো.অ. শ্যামবাজার, থানা- বড়তলা, কলকাতা- ৭০০০০৪। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সীমার এবং এক্তিয়ারের অধীনে ওয়ার্ড নং ১২, পশ্চিমবঙ্গ, **মেসার্স মা কারিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে** স্বামী- শ্রী অখিলেশ পান্ডের এবং **শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে,** স্বামী- শ্রী সুরেশ পান্ডে **এর নামে। চৌহদ্দি:-** পূর্বে- ৭০/১/২, গৌরী বাড়ি লেন দ্বারা, পশ্চিমে- রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট দ্বারা, উত্তরে- ১২০-এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট দ্বারা। দক্ষিণে- অরবিন্দ সরণি দ্বারা। গ) মেসার্স মা কারিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে স্বামী- শ্রী অখিলেশ পান্ডে এবং শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে স্বামী-শ্রী সুরেশ পান্ডে। ঘ) UBINKOLARB6786B	ক) ১,৫০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১৫,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **১,৫০,০০০.০০ টাকা**	৫,৪৪,২১,৪২৮.৪৬ **টাকা** (পাঁচ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার চারশত আটাশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩০.০৯.২০২৫ **তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	এসএ নং ৩৮২/২০২৩, ডিআরটি - ৩, কলকাতা **বাস্তবিক দখল**
৪.	ক) মেসার্স রাহুল প্লাইউড সেন্টার **খ) সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্রাউন্ড ফ্লোর যার পরিমাপ ২০৭৯ বর্গ ফুট, যার মধ্যে ৪টি গাড়ি পার্কিং এর স্থান ১১৫৩ বর্গ ফুট (উত্তর পূর্ব দিক), দোকান ঘর (পূর্বে ভোডাফোন দ্বারা ব্যবহৃত) ৮৪৬ বর্গ ফুট (দক্ষিণ পশ্চিম দিক) এবং এটিএমের স্থান ৮০ বর্গ ফুট, যা জি+৩ তলা আরসিসি ফ্রেম কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিংয়ে অবস্থিত, ১১৮, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, পো. অ. শ্যামবাজার, থানা-বড়তলা, কলকাতা- ৭০০০০৪। ওয়ার্ড নং ১২ এর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সীমার এবং এখতিয়ারের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ, **মেসার্স মা কারিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে** স্বামী- শ্রী অখিলেশ পান্ডের এবং **শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে,** স্বামী- শ্রী সুরেশ পান্ডে **এর নামে। চৌহদ্দি:-** পূর্বে- ৭০/১/২, গৌরী বাড়ি লেন দ্বারা, পশ্চিমে- রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট দ্বারা, উত্তরে- ১২০-এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট দ্বারা, দক্ষিণে- অরবিন্দ সরণি দ্বারা। গ) মেসার্স মা কারিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে স্বামী- শ্রী অখিলেশ পান্ডে এবং শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে স্বামী-শ্রী সুরেশ পান্ডে। ঘ) UBINKOLARB6786C	ক) ১,৩০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১৩,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **১,৩০,০০০.০০ টাকা**	৫,৪৪,২১,৪২৮.৪৬ **টাকা** (পাঁচ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার চারশত আটাশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩০.০৯.২০২৫ **তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	এসএ নং ৩৮২/২০২৩, ডিআরটি - ৩, কলকাতা **বাস্তবিক দখল**
৫.	ক) মেসার্স ইকবাল জরি হাউস **খ) সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ২বিএইচকে ফ্ল্যাট 'বাকরাহাট প্যারাডাইস কমপ্লেক্স'-এর (স্থানীয়ভাবে 'হাজি মার্কেট' নামে পরিচিত) ২য় ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ৮৬০ বর্গ ফুট, মৌজা - কীর্তনকোলা, পরগনা - মোগুরা, জে. এল. নং ৪৭, তৌজি নং ৩৯৭, দাগ নং ২৫৯-এর অংশ, এল. আর. খতিয়ান নং ৪১৩ এসআরও - বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, যার **মালিক জনাব শেখ মুকিন্দর এবং মিসেস ববিতা বিবি। চৌহদ্দি:-** উত্তরে- নিবারণ দত্ত রোড দ্বারা, দক্ষিণে- দাগ নং ২৫৯-এর অংশের অধীনে সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- দাগ নং ২৫৯-এর অংশের অধীনে সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- বোরহান মীর ও অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা। গ) জনাব শেখ মুকিন্দর এবং মিসেস ববিতা বিবি ঘ) UBINKOLARB2017	ক) ১০,৮০,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৮,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **১১,০০০.০০ টাকা**	২৬,৪৫,৩৬৪.৭৮ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা আটাত্তর পয়সা মাত্র) ০১.১১.২০১৯ **তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই **বাস্তবিক দখল**
৬.	ক) মেসার্স টি সোনা অ্যান্ড কোং **খ) সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কমবেশি ২২ ডেসিমেল পরিমাপের জমি, যার উপরে একটি দোতলা ভবন দাঁড়িয়ে আছে, যা মৌজা - চকমানিক, জে. এল. নং ৫৮, রে সা ৬১, আর. এস. খতিয়ান নং ৮৪, এল. আর. খতিয়ান নং ৯৭৫, এল. আর. দাগ নং ৮৫৫, থানা- নোদাখালি, চকমানিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- অমর মল্লিকের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে- রামকৃষ্ণ পাঠ মন্দিরের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- গ্রামের রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে- সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জমি দ্বারা। গ) স্বপ্না বিশ্বাস ঘ) UBINKOLARB0366	ক) ৩৯,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **৩৯,০০০.০০ টাকা**	২৫,৪৮,৮৭৭.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত সাতাত্তর টাকা মাত্র) **১৩/০৬/২০১৭ তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই **প্রতীকী দখল**
৭.	ক) মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড **খ) সম্পত্তি:** 'অমৃতধাম'-এ অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ইউনিট নং জি ১, জে. এল. নং ৪০, আর. এস. প্লট নং ৪০২, এল. আর. প্লট নং ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৭৬, মৌজা - মাকুয়া, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, যার পরিমাপ কমবেশি ১১৬৯ বর্গ ফুট । **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড -এর মালিকানাধীন সম্পত্তি।** গ) মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড ঘ) UBINKOLARB5005A	ক) ১৪,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৫,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **১৫,০০০.০০ টাকা**	৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ **টাকা** (চুয়াল্লিশ কোটি আটাশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা ছয় পয়সা মাত্র) **৩০.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই **বাস্তবিক দখল**
৮.	ক) মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড **খ) সম্পত্তি:** 'অমৃতধাম'-এ অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মেজানাইন ফ্লোরে, **ইউনিট নং এম ১,** জে. এল. নং ৪০, আর. এস. প্লট নং ৪০২, এল. আর. প্লট নং ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৭৬, মৌজা- মাকুয়া, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, যার পরিমাপ কমবেশি ২৪৮৮ বর্গফুট। **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড-এর মালিকানাধীন সম্পত্তি।** গ) মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড ঘ) UBINKOLARBS00SB	ক) ৩১,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১৫,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **৩২,০০০.০০ টাকা**	৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ **টাকা** (চুয়াল্লিশ কোটি আটাশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা ছয় পয়সা মাত্র) **৩০.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই **বাস্তবিক দখল**
৯.	ক) মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড **খ) সম্পত্তি:** 'অমৃতধাম'-এ অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মেজানাইন ফ্লোরে, **ইউনিট নং এম ২,** জে. এল. নং ৪০, আর. এস. প্লট নং ৪০২, এল. আর. প্লট নং ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৭৬, মৌজা- মাকুয়া, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, যার পরিমাপ কমবেশি ৯৩৫ বর্গ ফুট । **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড-এর মালিকানাধীন সম্পত্তি।** গ) মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড ঘ) UBINKOLARB5005C	ক) ১২,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৫,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **১৩,০০০.০০ টাকা**	৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ **টাকা** (চুয়াল্লিশ কোটি আটাশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা ছয় পয়সা মাত্র) **৩০.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই **বাস্তবিক দখল**
১০.	ক) মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড **খ) সম্পত্তি:** 'অমৃতধাম'-এ অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মেজানাইন ফ্লোরে, **ইউনিট নং এমবি ১,** জে. এল. নং ৪০, আর. এস. প্লট নং ৪০২, এল. আর. প্লট নং ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৭৬, মৌজা- মাকুয়া, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, যার পরিমাপ ১৪২২ বর্গ ফুট বা কমবেশি। **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড-এর মালিকানাধীন সম্পত্তি।** গ) মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড ঘ) UBINKOLARB5005D	ক) ১৮,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৫,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **১৯,০০০.০০ টাকা**	৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ **টাকা** (চুয়াল্লিশ কোটি আটাশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা ছয় পয়সা মাত্র) **৩০.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই **বাস্তবিক দখল**
১১.	ক) মেসার্স পূর্ণা ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড ডিরেক্টর/জামিনদারগণ- (১) মধুসূদন বালাসারিয়া, (২) নাতাশা বালাসারিয়া ও (৩) আদিত্য বালাসারিয়া **খ) সম্পত্তি:** 'শ্রী নিবাস' নামে পরিচিত বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রুম নং এ এবং বি, যার ঠিকানা ২৪ ও ২৫, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রোড (ডবসন রোড), যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ প্রায় ৬১৬.৪৬৭ বর্গফুট, থানা- গোলাবাড়ি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী মধুসূদন বালাসারিয়া** পিতা- প্রয়াত বি. এল. বালাসারিয়া। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - ভজনলাল লোহিয়া লেন, হাওড়া, দক্ষিণে - বার্নট সল্ট গোলা লেন, হাওড়া, পূর্বে - ২/১, ভজনলাল লোহিয়া লেন, হাওড়া, পশ্চিমে - মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রোড। গ) শ্রী মধুসূধন বালাসারিয়া ঘ) UBINKOLARB1115A	ক) ৩২,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,২৪,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিত সময়কাল সহ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- **৩২,৪০০.০০ টাকা**	১৮,২৫,০৩,৬১০.৮০ **টাকা** (আঠারো কোটি পঁচিশ লক্ষ তিন হাজার ছয়শত দশ টাকা আশি পয়সা মাত্র) **২৫.০৯.২০১৭ তারিখ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	এসএ নং ৬৬২/২০২৩, ডিআরটি - ৩, কলকাতা **বাস্তবিক দখল**

যে কোনও প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : অনুমোদিত অফিসার
শ্রী দেবব্রত সাহা (এজিএম), মোঃ- ৮৩৬৯৬ ৫৪৭৩০, ৮৮৬০০ ৬৫৮৫১

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** দেওয়া **ই-অকশন ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in** এবং এছাড়াও **বাঙ্কনেট পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** দেখুন। ই-অকশনে অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের **বাঙ্কনেট ইকমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-অকশন পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন বাঙ্কনেট হেল্পডেস্ক ৮২৯১২ ২০২২০ এবং ই-মেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com -তে। পরিচালন/ রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে https://baanknet.com, আর্থিক / ইএমডির অবস্থা জানতে https://baanknet.com। সহায়ক নম্বরগুলি '৮২৯১২২০২২০' দেখুন বাঙ্কনেট পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১. **''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে''** বিক্রয় করা হবে, এবং ''অন লাইনে'' পরিচালিত হবে।

২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট

(ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx,** এবং www.unionbankofindia.co.in **(খ) https://baanknet.com** দরদাতারা **https://baanknet.com** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য **''নির্দেশিকা''** পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :

ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।

ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।

ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।

ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত **বাঙ্কনেট পোর্টালে** লগ অন করতে হবে।

৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ১৪.১১.২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**

৫. ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় : **দর করার আগে নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দেওয়া হবে এবং সম্পত্তি আইডির সাথে লিঙ্ক / ম্যাপ করা হবে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে সম্পত্তি আইডি সহ ইএমডি পরিমাণ জমা ও লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

৬. পরিদর্শনের তারিখ : **১৩.১১.২০২৫ বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত।**

৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।

৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **বাঙ্কনেট** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য) জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/- **টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নং AAACU0564G বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)

১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।

১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।

১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।

১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডর ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২২.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মাঝরাতে কোকরাঝাড়ে রেললাইনে বিস্ফোরণ

গুয়াহাটি, ২৩ অক্টোবর: কোকরাঝাড় এবং শালাকাটি রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী রেলওয়ে ট্র্যাকে বৃহস্পতিবার রাত প্রায় একটা নাগাদ সন্দেহভাজন আইইডি বিস্ফোরণের পর ব্যস্ততম ওই রুটে সব ধরনের ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ ছিল। তবে তৎপরতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে ট্র্যাক সারাইয়ের পর ফের ট্রেন চলাচল সচল করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এই খবর দিয়ে জানান, ঘটনাটি বৃহস্পতিবার রাত প্রায় একটার দিকে সংঘটিত হয়েছে। সে সময় পণ্যবাহী ট্রেনের পাইলট এবং ট্রেন ম্যানেজার একটি বিকট শব্দ শোনেন এবং হঠাৎ ঝাঁকুনি অনুভব করেন। ট্রেনে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ট্রেন থামিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা রেলওয়ে ট্র্যাক এবং স্লিপারগুলিতে বেশ কিছু ক্ষতি দেখেন। তাঁরা বুঝতে পারেন, রেলওয়ে ট্র্যাকে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ), গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) এবং অসম পুলিশকে ঘটনাটি অবহিত করেন।

তিনি জানান, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারের দল সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ভোর ৫২৫ মিনিট নাগাদ ট্র্যাকের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি সম্পূর্ণ মেরামত করা হয়, যাতে নিরাপদে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু করা যায়। সিপিআরও জানান, রেলওয়ে ট্র্যাকে বিস্ফোরণের ফলে প্রায় আটটি ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ট্রেনকে কাছাকাছি স্টেশনগুলিতে সাময়িকভাবে থামানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের পর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীন আরপিএফ রেলওয়ে ট্র্যাকের সংবেদনশীল অংশে টহল এবং নজরদারি জোরদার করেছে। শর্মা জানান, আরপিএফ এবং জিআরপি-সহ রাজ্য পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে।

রাজ্যসভা নির্বাচনে এনসি-কে সমর্থন করবে কংগ্রেস: ফারুক আবদুল্লাহ

শ্রীনগর, ২৩ অক্টোবর: শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের চার রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন। তার ২৪ ঘণ্টা আগে জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লাহ বৃহস্পতিবার বলেন, আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তাঁদের সমর্থন করবে। এদিন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ফারুক আবদুল্লাহ বলেন, 'কংগ্রেস আমাদের পাশে আছে এবং তাঁরা রাজ্যসভা নির্বাচনে আমাদের সমর্থন করছে।' পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিও রাজ্যসভা নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্সকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। অন্য দিকে, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের হালাল সার্টিফিকেশন লেবেল বিবৃতি সম্পর্কে ফারুক বলেন, 'ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাস করে এবং যতক্ষণ আমরা বৈচিত্র্য বজায় রাখি, ততক্ষণ ভারত শক্তিশালী হবে। কেউ চিরকাল ক্ষমতায় থাকে না, এমন সময় আসবে যখন তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।'

ভাইফোঁটায় কেদারনাথ মন্দির ও যমুনোত্রী ধাম বন্ধ করা হল

কেদারনাথ ও দেরাদুন, ২৩ অক্টোবর: গঙ্গোত্রীর পর শীতের মরশুমের জন্য এবার বন্ধ হয়ে গেল কেদারনাথ মন্দিরও। বৃহস্পতিবার সকালে ভাইফোঁটার পবিত্র দিনে বন্ধ করে দেওয়া হয় কেদারনাথ মন্দির। শেষ দিনে ভগবান শিবের পূজার্চনা করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী ধামি এদিন অনেক সকালে কেদারনাথ পৌঁছন, মন্দির বন্ধ হওয়ার প্রাক্কালে পূজার্চনা করেন তিনি। ওম নমঃ শিবায়, জয় বাবা কেদার মন্ত্র ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যান্ডের ভক্তিমূলক সুরের মধ্য দিয়ে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় পরম্পরার মাধ্যমে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'রেকর্ডসংখ্যক তীর্থযাত্রী ও ভক্ত কেদারনাথে এসেছেন। তিন মাস ধরে সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের সময়কাল ছিল, কিন্তু বাবার কৃপায় ১.৭৫ মিলিয়নেরও বেশি তীর্থযাত্রী এখানে এসেছেন। ভগবান বদ্রী বিশালের তীর্থযাত্রা প্রায় একমাস ধরে চলবে এবং আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে এই তীর্থযাত্রা সফলভাবে সম্পন্ন করা। ২০১৩ সালের দুর্যোগে এই স্থানটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কমপ্লেক্স এবং আশপাশের এলাকাগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায়, এখানে সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ চলছে। আমরা এক বছরের মধ্যে সমস্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছি এবং এখানে আমাদের চলমান নির্মাণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী নিজেই সময়ে সময়ে এটি পর্যালোচনা করেন এবং ভগবান বদ্রী বিশালের প্রাঙ্গণের সংস্কার এবং মাস্টারপ্ল্যানের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।'

এদিন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও আচার-অনুষ্ঠানের পর বন্ধ হয়ে গেল যমুনোত্রী ধামও। পরম্পরাগত আচার-অনুষ্ঠান এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শীতকালীন মরশুমের জন্য যমুনোত্রী ধাম এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রাচীন রীতি অনুসারে, ভাইফোঁটার শুভদিনে পবিত্র স্তোত্র এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুপুর ১২৩০ মিনিটে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিন ভোরে, দেবী যমুনার ভাই ভগবান শনিদেবের পালকি (ডোলি) ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে খারসালি গ্রাম থেকে যমুনোত্রী ধামের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। ভোর থেকেই মন্দিরে বিশেষ পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান করা হয়। মন্দিরের আচার অনুষ্ঠানের পর দেবী যমুনার মূর্তি ডোলিতে স্থাপন করা হয় এবং ভগবান শনিদেব সমেশ্বর মহারাজের নির্দেশনায় খারসালিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশ ও বিদেশ থেকে আগত হাজার-হাজার ভক্ত এবং মন্দিরের পুরোহিত এই পবিত্র অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তী ছয় মাস ধরে, ভক্তরা খারসালি গ্রামে শীতকালীন আবাসে দেবী যমুনার পূজা করতে এবং দর্শন করতে পারবেন।

আসিয়ান সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এখনই মুখোমুখি বৈঠক হচ্ছে না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ঘোষিত কোনও বৈঠক-সূচি ছিলও না। তবে দুই রাষ্ট্রনেতারই মালয়েশিয়া সফরে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে দু'জন বৈঠক বসতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছিল। তবে অন্য ব্যস্ততার কারণে এখনই মালয়েশিয়ায় যেতে পারছেন না মোদী। ভার্চুয়ালি আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ফাইল চিত্র

পাশাপাশি, আসিয়ান সম্মেলনে সভাপতিত্বের জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'আমার প্রিয় বন্ধু, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে উষ্ণ আলাপ হয়েছে। মালয়েশিয়ার আসিয়ান সভাপতিত্বের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই এবং আসন্ন শিখর সম্মেলনের সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানাই। আসিয়ান-ভারত শিখর সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগদানের জন্য এবং আসিয়ান-ভারত বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

বায়ুদূষণে জেরবার দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর: বায়ুদূষণে রীতিমতো জেরবার রাজধানী দিল্লি। একই অবস্থা দিল্লি লাগোয়া শহরেরও। বিগত কয়েকদিনের মতো বৃহস্পতিবারও দূষণের কবলে ছিল দিল্লি। জাতীয় রাজধানীতে এদিন সকালে সামগ্রিক বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩৬২। কোথাও বেশি আবার কোথাও একটু কম ছিল দূষণের পরিমাণ।

দিল্লির অক্ষরধাম এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৫০। ইন্ডিয়া গেট এলাকাও দূষণের কবলে ছিল, সেখানে বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ৩৫৩। মাত্রাতিরিক্ত এই দূষণের ফলে বেজায় অস্বস্তিতে দিল্লিবাসী। অনেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যার কথা জানাচ্ছেন। তবে, দূষণ রুখতে দিল্লি সরকারও প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No.: 1140/GM/NIT/CT-PT/25 Dated: 17/10/2025
Tender No.: WBMAD/ULB/GOBAR/ NIT-10(e)/25-26 Dated: 23/10/2025
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: Construction of Toilet Block (PT) in various wards under Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on **17.11.2025.** For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Chairman**
Gobardanga Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/APAS-03 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 20 nos. various work under Basirhat Municipality Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **29.10.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **17.11.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/LIGHT-03 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 05 nos. various work under Basirhat Municipality Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **29.10.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **17.11.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
জরুরী ভিত্তিতে ৩১.১০.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার রিলিজড্ এবং স্ক্র্যাপ মেটেরিয়ালস্ অপসারণের জন্য ই-অকশন বিক্রি পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। আরও বিবরণের জন্য **https://www.ireps.gov.in/eAuction/** দেখুন। **প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার**
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ROAD-03 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 164 nos. various work under Basirhat Municipality under Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **21.10.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **14.11.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ টয়লেটআপ_ ২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮.১০.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস সময়কালের মধ্যে ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়াতে পিবি নং-৩২০/২০২৪-২৫ ও ৩৩০/২০২৫-২৬-এ প্রদত্ত বাল্ক আরএসপি কাজ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে মোট ২৪০টি কোচের জন্য নন-এসি এলএইচবি কোচগুলিতে টয়লেটের মানোন্নয়ন। **কাজের আনুমানিক মূল্যমানঃ** ২২,৩৫,৬৫,৯৫৬.৮০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি জমাঃ** ১২,৬৭,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি)ঃ** শূন্য। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবেঃ** ভারতীয় রেলের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ১৮.১০.২০২৫ থেকে ১০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে। **কাজ সম্পাদনের সময় সীমাঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** ১৮.১০.২০২৫ থেকে ১০.১১.২০২৫ বেলা ২টা পর্যন্ত। **প্রস্তাব জমার সময়কালঃ** ১০.১১.২০২৫ তারিখ বেলা ২টার আগের ১৫ (পনেরো) দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.১১.২০২৫ বেলা ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতাঃ** ৬৯ (উনসত্তর) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায় বা তার পরে টেন্ডারটি খোলা হবে। (MISC-248/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ ওয়েবসাইট: www.hmcgov.in
নং- ED/140/L/ 2025-2026 তারিখ: ১৮.১০.২০২৫
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক), এইচএমসি এইচএমসি-এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২ (দুই) সংখ্যক বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং কার্যসম্পাদনের প্রমাণপত্র সহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।
দরপত্র জমা দেওয়া (অনলাইন) শুরুর তারিখ: ১৮.১০.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে।
দরপত্র জমা দেওয়া (অনলাইন) শেষ হওয়ার তারিখ: ১৪.১১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://wbtenders.gov.in**
১৬০(৩)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
১৮.১০.২৫ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

একদিন ময়দান

অ্যাডিলেডে লজ্জাজনক হারে সিরিজও হাতছাড়া গিল-বাহিনীর

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর: টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে নিজের প্রথম সিরিজ ড্র করেছিলেন শুভমান গিল। কিন্তু ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হল একেবারে লজ্জাজনকভাবে। তিন ম্যাচের সিরিজে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ হারল ভারত। পারথের মতোই অ্যাডিলেডেও ব্যাটিং ভোগাল মেন ইন ব্লু-কে। বৃহস্পতিবার টস হার দিয়ে শুরু, যা গিলের ক্ষেত্রে টানা ১৭তম টস হার। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামে ভারত, কিন্তু অ্যাডিলেডের পিচ এদিন ব্যাটিংয়ের পক্ষে একেবারে ছিল না। গত দু'দিনের বৃষ্টিতে পিচ ছিল স্যাঁতসেঁতে, যা কাজে লাগালেন অজি পেসার মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজেলউড। রোহিত শর্মা ধৈর্য ধরে ইনিংস গড়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু অপরপ্রান্তে অধিনায়ক শুভমান গিল মাত্র ৯ রান করে ফেরেন।

প্রাপ্তি শুধুই রোহিতের ফর্মে ফেরা

পারফরম্যান্সে ধারাবাহিক ব্যর্থতা অব্যাহত থাকল বিরাট কোহলিরও। পারথের মতো অ্যাডিলেডেও তিনি শূন্য রানে আউট। তবে একপর্যায়ে রোহিত ও শ্রেয়স আইয়ার মিলে দলকে স্থিতি দেন। রোহিত খেলেন ৯৭ বলে ৭৩ রানের লড়াকু ইনিংস, আর শ্রেয়সের ব্যাটে আসে ৭৭ বলে ৬১। অক্ষর প্যাটেল ভালো শুরু করেও ৪৪ রানে থেমে যান। ইনিংসের একেবারে শেষে হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং নবম উইকেটে ৩৭ রানের জুটি গড়ে দলকে কিছুটা সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যান। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ভারতের ইনিংস শেষ হয় ২৬৪ রানে।

রান তাড়া করতে নেমে প্রথম দিকে খানিক চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। ৫৪ রানের মধ্যেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন মিচেল মার্শ ও ট্র্যাভিস হেড। কিন্তু এরপরই ম্যাথিউ শর্ট দুরন্ত ৭৪ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেন ম্যাট রেনশ ও কুপার কনোলি। ছোট ছোট ইনিংস গড়ে তাঁরা সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যান। শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে জেতে অস্ট্রেলিয়া এবং এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিজেদের করে নেয়। এখন নজর শনিবারের সিডনির ম্যাচে, যা নিয়মরক্ষার লড়াই। তবে ক্রিকেটমহলের চোখ থাকবে একটাই প্রশ্নে- এবার কি রান পাবেন বিরাট কোহলি?

বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন আইএফএ শিল্ড এল মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে। শিল্ডের সঙ্গে ছবিতে মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

ফুটবলার ইয়োহান বেঞ্জামিনের কীর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ফুটবলার ইয়োহান বেঞ্জামিন প্রথম ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে উয়েফা ইউথ লিগে খেললেন। পর্তুগালের এফসি পোর্তোর বিরুদ্ধে হোম ম্যাচে স্লোভেনিয়ার এনকে ব্রাভোর হয়ে মাঠে নামলেন মুম্বইয়ের বেঞ্জামিন। প্রথম একাদশে ছিলেন এবং ৭৯ মিনিট পর্যন্ত খেলেন। তবে এই ম্যাচ বেঞ্জামিনের দল ০-৪ গোলে হেরে গিয়েছে। বেঞ্জামিনের ফুটবল কেরিয়ার শিলং লাজং অ্যাকাডেমিতে শুরু হয়েছিল। শিলং লাজংয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ এবং অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে খেলেন তিনি। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে ১৩টি ম্যাচে ন'টি গোল রয়েছে। ২০২৫ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন বেঞ্জামিন। এরপরই এনকে ব্রাভোর ইউথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব পান তিনি। সেখানেই স্লোভেনীয় যুব লিগ, নেক্সটজেন লিগায় চারটি ম্যাচে খেলেন, দু'টি গোলও করেছেন।

বাংলার অনুশীলনে আকাশদীপ ও শামি

নিজস্ব প্রতিবেদন ২৫ অক্টোবর: থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রতিপক্ষ গুজরাত। প্রথম ম্যাচে মাঝারি মানের পারফরম্যান্সের পর ফের ঘরের মাঠে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামছে অভিষেক পোড়েল নেতৃত্বাধীন বাংলা। তার আগে বৃহস্পতিবার ইডেনে অনুশীলনে নামল পুরো দল। বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন দুই তারকা পেসার আকাশদীপ সিং ও মহম্মদ শামি। ইডেনের উইকেটে সকাল থেকেই দেখা গেল বোলারদের তীব্র অনুশীলন। শামির গতির ঝড় ও নিখুঁত লাইন-লেন্থে উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে বারবার উৎসাহ দিতে দেখা যায় অধিনায়ক অভিষেক পোড়েলকে। অন্য দিকে, আকাশদীপও লম্বা স্পেলে বল করে নিজের ছন্দ খুঁজে নেন। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অনুশীলনে নজর কাড়েন অভিমন্যু ঈশ্বরন ও সুদীপ ঘরামি। দু'জনই লম্বা ইনিংস খেলার অনুশীলনে সময় কাটান নেটে। দলের প্রধান কোচ লদীরতন শুক্লা বলেন, 'আমরা প্রথম ম্যাচে কিছু জায়গায় ভালো খেললেও, ধারাবাহিকতা ছিল না। এবার ঘরের মাঠে সেটাই বদলাতে চাই। আকাশদীপ আর শামির ফিরে আসা আমাদের বোলিং আক্রমণকে আরও শক্তিশালী করেছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি

সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষাপটের ওপর নির্মিত

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

রক্তবীজ-২

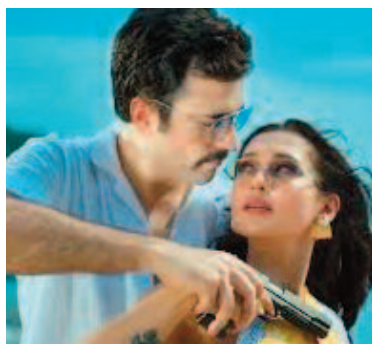

গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে মুক্তি পেয়েছে নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর নুতন ছবি 'রক্তবীজ-২'। ২০২৩ সালে এই পরিচালকদের পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল 'রক্তবীজ' নামের ছায়া ছবিটি। যা দর্শকদের বহুল ভালোবাসা, প্রশংসা এবং উৎসাহ পেয়েছিল। ছবির কাহিনীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি অনিমেষ চ্যাটার্জী (ভিক্টর ব্যানার্জি) কে হত্যার চক্রান্ত করে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের একটি দল মুনির আলম(দেবাশীষ মন্ডল) এর নেতৃত্বে। ভারত সরকারের সন্ত্রাস দমন শাখার একটি বিশেষ দল আইজি পঙ্কজ সিংহের (আবির চট্টোপাধ্যায়) নেতৃত্বে অভিযানে নামে। স্থানীয় এসপি সংযুক্তা মিত্র(মিমি চক্রবর্তী) এবং পুলিশ ফোর্স সরকারি নির্দেশে তাকে সহযোগিতা করে। খতম হয় মুনির আলম, ব্যর্থ হয় আত্মঘাতী বোমার দ্বারা দেশের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার সন্ত্রাসী ছক। বনেদি বাড়ির দুর্গোৎসবের রীতিনীতির মধ্যে মিশে থাকা সন্ত্রাসবাদী হামলার চক্রান্ত ব্যর্থ হলেও, সন্ত্রাসবাদকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয় না। রক্তবীজের ঝাড়ের মতো তৈরি হয় নতুন সন্ত্রাসবাদী নায়ক মুনির আলম(অঙ্কুশ হাজরা)। 'রক্তবীজ' নামটির তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত ছবির ক্লাইম্যাক্সে দিয়ে রাখেন পরিচালকদ্বয় নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সিক্যুয়েল হিসেবে 'রক্তবীজ-২'এর গল্প সেখান থেকেই শুরু হয়। ভারত এবং বাংলাদেশ যখনই একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে, তখনই সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সম্প্রীতির সেই পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে। ভারতের রাষ্ট্রপতি অনিমেষ চ্যাটার্জী (ভিক্টর ব্যানার্জি) এবং তার দিদি গৌরী মুখার্জী (অনুসূয়া মজুমদার) বাংলাদেশে যায় মৈত্রীর বন্ধন কে আরো দৃঢ় করতে, তখনই সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষা হয়। টার্গেট করা হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী (সীমা বিশ্বাস) এবং বিরোধী দলনেত্রী(স্বাগতা মুখার্জী) কে। মূলত রাজনৈতিক থ্রিলার ধর্মী চিত্রনাট্য এগিয়ে চলে। জিনিয়া সেন এর কাহিনী এবং চিত্রনাট্য প্রথমার্ধে একটু মন্থর হলেও, ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে চূড়ান্ত গতি লাভ করে এবং রোমাঞ্চের শীর্ষে পৌঁছায়। সন্ত্রাসবাদীদের মিশন এম টু এর রহস্য জানতে এবং ভারতীয় সন্ত্রাস দমন বিভাগের আইজি পঙ্কজ সিংহের নেতৃত্বে কিভাবে সন্ত্রাস দমনের অভিযান চলে, তা দেখতে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে সিনেমা প্রেমী দর্শকদের। মার্কণ্ডেয় পুরান এবং দেবী ভাগবত পুরাণে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে মহাদেবের বরে বলীয়ান হয়ে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামে দুই রক্তবীজাসূর ত্রিলোক জুড়ে অত্যাচার এবং তান্ডব চালাতে থাকেন। তাদের নিধন করা অসম্ভব ছিল কারণ তাদের দেহ থেকে এক ফোঁটা রক্ত ভূমিতে পতিত হলেই, তা থেকে জন্ম নিত শত সহস্র রক্তবীজাসূর। দেবী মহামায়ার বরে দেবী কৌষিকী এবং দেবী কালিকা এদের বধ করেন, এই দুই রক্তবীজাসূরের দেহ থেকে নির্গত রক্তধারা সমূহ ভুমিতে পতিত হতে না দিয়ে, তাহা পান করার মধ্য দিয়ে। পুরান বর্ণিত এই কাহিনীর প্রেক্ষাপটেই ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় নিহত মুনির আলমের রক্তের ফোঁটা স্টেডিয়ামের সিঁড়িতে পড়তে থাকে। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের শেষ না হয়ে আবার জন্ম নেবে নতুন সন্ত্রাসবাদী নায়ক মুনির আলম। কোথাও যাহা সন্ত্রাস - কোথাও তাহাই সংগ্রাম মনে করলেও, সন্ত্রাসবাদীদের মনে রাখা উচিত, রক্তপাত এবং মানবনিধন কখনোই শান্তি বা পূর্ণস্বাধীনতা এনে দেয় না, বরং ভবিষ্যতের আরও সন্ত্রাসবাদীর জন্ম দেয়। 'মানুষের থেকে মকসদ বড়' এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বরং 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এই মন্ত্রই আদর্শ হওয়া উচিত। নতুন এই মুনির আলমের ভূমিকায় ক্যামিও চরিত্রের নাম উল্লেখ করা হলো না, তা জানতে গেলে অবশ্যই ছবিটি বড় পর্দায় দেখতে হবে। অর্থাৎ এখানেই শেষ নয়, আরো একটি সিক্যুয়েল 'রক্তবীজ-৩'এর ইঙ্গিত রেখে গেলেন ছবিটির পরিচালক নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম এই ছবিটিতে আবির চট্টোপাধ্যায় এবং অঙ্কুশ হাজরা দুর্ধষ পারফরমেন্স দিয়েছেন। অ্যাকশন দৃশ্য গুলিতেও তারা অনবদ্য। এসপি সংযুক্তা মিত্রের চরিত্রে মিমি চক্রবর্তীও সাবলীল অভিনয় করেছেন। ভিক্টর ব্যানার্জি, অনুসূয়া মজুমদার, আয়েশার চরিত্রে কৌশানী মুখার্জী, সীমা বিশ্বাস, তরুণ অনিমেষ চ্যাটার্জির চরিত্রে শন ব্যানার্জি, বাংলাদেশের এএসপি মামুন শাহের চরিত্রে সুব্রত দত্ত, দেবলীনা কুমার, সুপ্রভাত দাস, সঞ্জীব সরকার, অনন্যা ব্যানার্জি প্রত্যেকেই সাবলীল অভিনয়ের দ্বারা চিত্রনাট্যকে সচল করেছেন। ইন্সপেক্টর নিত্যানন্দ পতিতুন্ডির চরিত্রে কাঞ্চন মল্লিক তার কৌতুক মেশানো অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন। ছবিটিতে বনি চক্রবর্তীর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর মনে রাখার মত। উচ্চমানের সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন প্রতীপ মুখার্জি সংগীত করেছেন অনুপম রায়, শিলাজিত মজুমদার, সুরজিৎ চ্যাটার্জী এবং বনি চক্রবর্তী। সর্বস্তরের দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় বাজেটে ছবিটির নির্মাণ সম্পন্ন করেছেন পরিচালক দ্বয়। উইন্ডোজ প্রোডাকশন এর ব্যানারে বড়পর্দায় ছবিটি মুক্তি পেয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া শৈশব

শুভজিৎ বসাক

বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের শৈশব নেই, পরিবর্তে যেটা আছে তা হল অভিভাবকদের তাদের মধ্যে দ্রুত বড় করে তোলবার মানসিকতা চাপানোর তাগিদ এবং তার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অহেতুক প্রলোভন দেখিয়ে তার ঘেরাটোপে মানুষ করার প্রবণতা বৃদ্ধিশীল হয়েছে। এভাবেই শিশুদের শৈশবে মানুষ হওয়ার পথ ভুলিয়ে বেশিমাত্রায় যন্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে এবং শিশুসুলভ মানসিকতা ঠিক কোন পর্যায়শীল হওয়া উচিত তাকেই তুলে ধরেছে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'কালীধর লাপাতা', সেখানে অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কালীধর চরিত্রে অভিষেক বচ্চন এবং বল্লু চরিত্রে কিশোর শিল্পী দৈবিক বাঘিলা।

সংক্ষেপে গল্পের বিষয়বস্তুটি হল, কালীধর নিজের সর্বস্ব দিয়ে তার ভাই-বোনেদের বড় করে সংসারী করে তুললেও তারা তাকে পরিবারের অংশ ভেবে গ্রহণ করতে পারেনি তাই পরবর্তীকালে তার ভুলে যাওয়ার রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন চিকিৎসায় খরচার কথা ভেবে পরিবারের সকলে তাকে বোঝা ভাবতে শুরু করলে তার সম্পত্তির সব অংশ লিখিয়ে নিয়ে একদিন কুম্ভমেলায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে চলে আসে এবং কারও যাতে সন্দেহ না হয় সেজন্য লোকদেখানো নিখোঁজ ডায়েরি করে আসে। ইতিমধ্যে তারা শুনতে পায় যে বাড়িতে আগুন লেগে সম্পত্তির দলিল পুড়ে গিয়েছে আর সেটি পুনরুদ্ধারের জন্য কালীধরের ফিরে আসা খুব প্রয়োজন বুঝে তাকে খুঁজতে তৎপর হয় এবং এই গতিতে সিনেমার এক পর্বে অনাথ বল্লুর সাথে কালীধরের যোগাযোগ হয় আর সেই কিশোর কালীধরকে জীবনের মূল্যায়ন করাতে সমর্থ হয়।

এখানে বল্লু কিশোর হলেও তার মধ্যে পরিপূর্ণতার অভাব নেই, আজকাল যেমন অল্প বয়সে অতি পাকা মনোভাবাপন্ন শিশুদের স্মার্ট বলে চালানো হয় অনেকটা সেরকম নয়। বল্লু যখন মাত্র চারদিন বয়সী তখন তাকে একটি মন্দিরের সিঁড়িতে কুড়িয়ে পায় মন্দিরের লোকজন এবং তখন থেকেই সে এখানে একপ্রকার সেবায়েত হিসাবে (মন্দিরপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার, থালাবাসন ধোয়া ইত্যাদি করে) কাজ করে এবং পড়াশুনা শিখে বড় হতে থাকে। একদিন মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে দেখা হয় নিঃস্ব কালীধরের সাথে যার সাথে প্রথমে দস্যুসুলভ শিশুর মতো আচরণ করে বিরক্ত করলেও একটা সময়ে তারা দুজন পাশাপাশি আসে। এইসময়ে দুজনেরই জীবনযাপনের জন্য জীবিকার প্রয়োজন হয়ে পড়লে বল্লু ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে খেলনা বানিয়ে সেগুলো বিক্রি করে অতি সাধারণ ছোট ছোট ইচ্ছা বা আশাগুলো পূরণে খুশি হয়ে এগোতে শুরু করে যা কালীধরকেও একটা সময়ে এসে জীবনের মাত্রা বোঝাতে সহায়ক হয়। কালীধর একসময়ে তার পরিবারকে সর্বস্ব ভেবে ভবিষ্যতের নিরিখে এগোতে শুরু করলেও নিজের ছোট ছোট ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়নি তাই তার কাছে ছিল না কোনওরকম স্বপ্ন, দিশা, বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য যেগুলো বল্লুর কাছে পুরোমাত্রায় ছিল। সে জানতো যে বেঁচে থাকতে গেলে নিজেকে গুরুত্ব না দিলে আর কেউ তার অস্তিত্বকে

মাত্রা দেবে না যা আজকের দিনে যান্ত্রিক পরিসরে মুখ গুঁজে শুধুই নম্বরের পিছনে ছুটে বেড়ে ওঠা শৈশব খোঁজই পায় না। উল্টে তাদের অল্প বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক সুলভ আচরণকে স্মার্টনেশ বলে চালানো হয়, ছোট ছোট অতিসাধারণ শখ পূরণ ও অপূর্ণ চাহিদা আরও প্রত্যয়ী হয়ে বেড়ে ওঠার আগ্রহকে বৃদ্ধি করে- তা অনুভব না করে জেদী মানসিকতা পোষণ করার মধ্যেই শিশুরা বড় হচ্ছে এবং একটা সময়ে এটিই মানসিক অস্থিরতা রূপে জটিল রোগের জন্ম দিচ্ছে।

শৈশব মাটির ড্যালার মত একটা পর্ব তাকে যত্নশীল হয়ে গড়ে তোলার মানসিকতা দেখালে সেই শিশু শুরু থেকেই অভিভাবক ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সাধারণ মস্তিষ্ক বিকাশ মারফৎ বেড়ে উঠলে কঠিন পরিস্থিতিতেও সে সমাধানের রাস্তা খুঁজে পেতে সক্ষম হবে যার অনেকটা বিষমপ্রায় হয়ে যাওয়ায় ফুটিয়ে তোলা বল্লুর চরিত্রটি সিনেমাটির মূল আকর্ষণ হয়ে উঠে অনেক কথা চিত্রায়ণ করে গিয়েছে, বিশেষ করে শৈশবকে। আর আধুনিকতার প্রবাহ যা শুধুই যান্ত্রিক নয় তা এই শিশুদের সাথেই আগামীতে প্রজন্ম অনুযায়ী এগিয়ে চলে এবং অনেককে নতুন দিশা দেখাতে যে সমর্থ তাও একটি সহজ চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের হাতেই রয়েছে আগামীর স্বপ্ন, সমৃদ্ধি ও সৃষ্টিশীল ভাবনা যার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হোক, জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া প্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতার সাথে নয়।

বিহার ভোটে মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী তেজস্বী যাদব

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে অবশেষে পর্দা উঠল মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী নির্বাচনের রহস্যের ওপর। বৃহস্পতিবার দুপুরে পাটনার হোটেল মউর্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়; আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবই

হবেন আসন্ন নির্বাচনে মহাগঠবন্ধনের মুখ।

এই ঘোষণার মাধ্যমে জোটের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মুখ নিয়ে চলা জল্পনা অবসান পেল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, ভিআইপি প্রধান মুখেশ সহনি, কংগ্রেসের বিহার প্রভারি কৃষ্ণা আল্লাভারু এবং সিপিআই(এমএল)-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।

অশোক গেহলট বলেন, 'দেশ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখন কেউ সরকারের সমালোচনা করলে জেলে যেতে হয়। মানুষ পরিবর্তন চায়। দেশ যেমন পরিবর্তনের অপেক্ষায়, তেমনই বিহারও নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে। তাই মহাগঠবন্ধনের পক্ষ থেকে আমরা তেজস্বী যাদবকেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করছি।'

তিনি আরও বলেন, 'গতবারের জোট ছিল স্থানীয় স্তরে, তাই অল্প ভোটে এনডিএ সরকার গঠন করেছিল। এবার 'ইন্ডিয়া' জোট জাতীয় স্তরে লড়ছে। এনডিএ প্রতিটি রাজ্যে আলাদা কৌশলে ভোটে নামছে; কোথাও টাকায়, কোথাও ভয় দেখিয়ে। নির্বাচন কমিশনের এই অবস্থা আমি আগে কখনও দেখি নি।'

বৈঠকের আগে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে তেজস্বী যাদব ও গেহলটের মধ্যে পৃথক বৈঠক হয়। এরপর সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা একসুরে ঘোষণা করেন, 'এনডিএ-র অন্যায় ও দমনমূলক শাসনকে সরিয়ে বিহারে নতুন সরকার গঠনের লড়াই শুরু হল আজ থেকেই।'

ভিআইপি প্রধান মুখেশ সাহানি বলেন, 'এই দিনের জন্য সাড়ে তিন বছর ধরে অপেক্ষা করছি। বিজেপি আমাদের ভাঙতে চেয়েছিল। তখনই ঠিক করেছিলাম; তাদের না ভেঙে আমরা থামব না। মহাগঠবন্ধনের সঙ্গে থেকেই এবার সরকার গড়ব।'

সিপিআই(এমএল)-এর দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'এই নির্বাচন শুধু রাজনীতি নয়, এটি বিহারের যুবক, কৃষক ও নারীদের ভবিষ্যতের লড়াই। ২০২০ সালে মানুষ বিকল্পের বার্তা দিয়েছিল, এবার সেই পরিবর্তনের রূপরেখা বাস্তবায়িত হবে। সাত দলের মহাগঠবন্ধন এনডিএ-র ঘৃণার রাজনীতি ভেঙে দেবে।'

আরজেডি সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহ থেকেই তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে জোটের প্রচার অভিযান শুরু হবে। মহাগঠবন্ধনের মূল স্লোগান; 'বদলাবে বিহার, এবার তেজস্বীর সরকার।'

বিহার ভোটের আগে বড় পদক্ষেপ, আরারিয়ার এক শিক্ষক রাজনৈতিক প্রচারের অভিযোগে সাসপেন্ড

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে এক স্কুলশিক্ষককে বরখাস্ত করেল রাজ্যের শিক্ষা দফতর। আরারিয়া জেলার নরপতগঞ্জ প্রখণ্ডের খাব্দা ডুমরিয়া মধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ওমপ্রকাশ যাদবকে বৃহস্পতিবার সকালে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযোগ, তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন এবং দলের নেতাদের সঙ্গে তোলা ছবি প্রকাশ করেছিলেন।

জেলা শিক্ষা দফতরের সূত্রে জানা গেছে, ওই শিক্ষক নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে দলীয় নেতাদের সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করেন এবং সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষে মন্তব্যও করেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হয়।

বিহার সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি, ২০০৫-এর অধীনে নেওয়া হয়েছে এই পদক্ষেপ। আরারিয়ার জেলা কর্মসূচি আধিকারিকের নির্দেশে জানানো হয়েছে, বরখাস্তের মেয়াদে ওমপ্রকাশ যাদবকে কুরসাকান্তা ব্লকের রিসোর্স সেন্টারে উপস্থিত থাকতে হবে। এই সময়ে নিয়ম অনুযায়ী তিনি

জীবনধারণ ভাতা পাবেন।

পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে 'প্রপত্রক' অনুযায়ী বিভাগীয় চার্জশিট জারি করা হবে।

শিক্ষা দফতরের এক কর্তা বলেন, 'শিক্ষকের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে রাজনৈতিক প্রচার করা গুরুতর অপরাধ। এটি শুধু আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন নয়, গোটা শিক্ষক সমাজের মর্যাদাকেও আঘাত করে। এই সিদ্ধান্ত অন্যদের জন্য সতর্কবার্তা।'

বিভাগ সূত্রে আরও জানা যায়, বরখাস্তের পাশাপাশি ওমপ্রকাশ যাদবের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে আরও কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষা দফতর অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদেরও সতর্ক করেছে; নির্বাচনী সময়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই ঘটনার মাধ্যমে রাজ্য প্রশাসন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে; ভোটের সময়ে আদর্শ আচরণবিধি মানা বাধ্যতামূলক, এবং কোনো সরকারি কর্মচারীর রাজনৈতিক পক্ষপাত সহ্য করা হবে না। বিশেষ করে শিক্ষক সমাজকে বলা হয়েছে, তারা যেন সামাজিক মাধ্যম বা জনসমক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।

নির্বাচন কমিশন নিয়ে এল 'নো ইওর ক্যান্ডিডেট' অ্যাপ, ভোটের আগেই জেনে নিন প্রার্থী সম্বন্ধে

আগামী বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) নিয়ে এসেছে ইসিআই নেট অ্যাপের 'নো ইওর ক্যান্ডিডেট' মডিউল। এই মডিউলের মাধ্যমে ভোটাররা নিজের নির্বাচনী এলাকায় থাকা প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। অ্যাপের এই মডিউলে প্রার্থীর অপরাধমূলক পটভূমি, শিক্ষা, সম্পদ, দায়-দেনার বিবরণ, নামমাত্রিক শপথপত্র, প্রার্থী স্বীকৃতি/অস্বীকৃতি বা প্রত্যাহারের অবস্থা এবং প্রার্থীর ছবি ও প্রোফাইলসহ সব ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া, নাম বা নির্বাচনী এলাকা অনুসারে প্রার্থীর তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হয়েছে।

ইসিআইনেট অ্যাপ ডাউনলোড করে ভোটাররা সরাসরি নিজের এলাকার প্রার্থীদের সব তথ্য যাচাই করতে পারবেন। নির্বাচন

কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'এই তথ্য ভোটারদের সচেতন এবং দায়িত্বশীলভাবে ভোট দিতে সহায়তা করবে।'

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারিত এই উদ্যোগের লক্ষ্য ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনী স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা। অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে ভোটাররা প্রার্থীর শপথপত্র, শিক্ষা, সম্পত্তি, দায়-দেনা এবং নামমাত্রিক তথ্য দেখে সঠিকভাবে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের 'লোকতন্ত্র কা তোহার' প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে এই অ্যাপ ব্যবহার করে ভোটাররা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে আরও সক্রিয় হতে পারবেন।

ইসিআইনেট অ্যাপের মাধ্যমে ভোটাররা কেবল প্রার্থীর তথ্যই পাবেন না, বরং এটি তাদের সচেতন ও দায়িত্বশীল ভোটে অংশগ্রহণের সুযোগও করে দেবে।